

একাকার।

(SOCIAL CHAOS.)

(১১ই পৌষ, সন ১৩০১ সাল)

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

কলিকাতা, ৪ নং শ্যামপুকুর লেন হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।

মূল্য ।৵ দুআনী, মুচনাকা

পাত্রপাত্রী।

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ।

মধুসূদন সাধুখাঁ ... কোম্পানির আপীস বিশেষের বড়বাবু।

প্রেমচাঁদ চক্রবর্ত্তী
বেচারাম ঘোষ
উমাচরণ মিত্র ...মধুবাবুর আপীসের কেরাণিগণ।
টমাস সাহেব
পীতাম্বর মুখো

গদাধর দত্ত ... জুতার দোকানের কেরাণী।

যাদবচন্দ্র পাল ... গ্র্যাজুয়েট।

রাধানাথ কর্ম্মকার ... স্ববৃত্ত্যাবলম্বী শিক্ষিত যুবা (গ্র্যাজুয়েট)।

বিনোদকৃষ্ণ নন্দন ... উমেদার।

নীলমণি তরফদার ... মধুবাবুর শ্বশুর।

কেনারাম নাথ ... উকীল।

গোকুল রায় ... মদ্যপ।

সোণা ... মধুবাবুর চাকর।

কাণকুঁড়ী মিস্ত্রী ... জুতাওয়ালা।

বাবুজান ... চাপরাসী।

অনারারী-মাজিষ্ট্রেটগণ, ইণ্টারপ্রিটার, গয়লা, কনষ্টেবলগণ, ভট্টাচার্য্য, কেরাণিগণ, আপীসের জমাদার, মুচী ও মাড়োয়ারী বালকগণ ইত্যাদি।

কাঙ্গালমণি ... ... মধুবাবুর স্ত্রী।

নীলাম্বরী ... ... ধোপাবৌ।

বিশুরমা, রাখালেরমা, কায়েতগিন্নী, বামুণগিন্নী, মহিলাগণ, বৈষ্ণবীগণ, গোলাঝাড়ুনীগণ, মুচিনীগণ ইত্যাদি।

একাকার।

প্রস্তাবনা।

গন্ধর্ব্বলোক।

গন্ধর্ব্বরাজ, রাণী ও অপ্সরা।

অপ্সরাগণ।— (গীত)

কেন আসে আঁখিজল, কেনবা বিকাশে হাসি।
কে বহিছে দুখপুঞ্জ ভুঞ্জে কেবা সুখরাশি॥

রাণী।— রমণী দুখিনী সদা পুরুষের দাসী।
পুরুষে পরেনা ফাঁস নারীরে পরায় ফাঁসী॥

রাজা।—ফাঁসী নয় প্রেমহার, রমণীর অলঙ্কার,
হার পরা বিনা ভার নারীর নাহিক আর;
পুষিতে তুষিতে নারী দাস মোরা অভিলাষী॥

অ. গণ।—না না উঁচু নিচু নাই, দোঁহে দোঁহা মুখ চাই,
স্ব-ভাবে সকলে সুখী সমান সবাই॥

রাণী।—আমি হাত পেতে আছি, তুমি দাও যদি বাঁচি,

রাজা।—আমি চোদ্দ ভুবন ঘুরে এনে নাও বলে যাচি॥

অ, গণ।—মিছার বিচার কর রাজা রাণী দাস দাসী।
জীবলীলা ভাবৃখেলা সুখে দুখে মেশামিশি॥

(নেপথ্যে বিকট কোলাহল)

রাজা।—একি একি অকস্মাৎ, কোথা হতে এ উৎপাৎ,
শান্তির আবাস পাশে একি অমঙ্গল।
ঝালা পালা হ'ল কাণ, পিশাচের ঐক্যতান,
নরকের দ্বার কিবা হ'ল অনর্গল॥

রাণী।—রক্ষ রক্ষ প্রাণেশ্বর, ডরে কাঁপে কলেবর,
মাতিয়াছে পুনঃ বুঝি দুষ্ট দৈত্যদল।

সখী।—রাখিবে নারীর মান, সম্মুখে যে বিদ্যমান,
রমণী রক্ষার তরে পুরুষের বল,—
কেন সখি মিছামিছি হতেছ বিকল॥

(একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

গন্ধর্ব্ব।—দেব!
আশ্চর্য্য অদ্ভুত কাণ্ড, ধরা বুঝি লণ্ড ভণ্ড,
পশু পক্ষী কত পশে ত্রিদিব আবাস।
আপন অবস্থা দুষি, আসিছে ভীষণ রুষি,
অভিযোগ করিবারে শচীপতি পাশ॥

রাজা।—কিবা আছে অভিযোগ, আমি দিব মনোযোগ,
দেবরাজে নাহি যেন করে জ্বালাতন।
ছিন্নমতি জীবদলে, আন ত্বরা এই স্থলে,
দ্বার পার হলে যাবে ইন্দ্রের সদন॥

[গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

প্রিয়ে নাহি কিছু ভয়, অতি নীচ জীবচয়,
মর মাঝে নরের অধিক সবে হী...।

রাণী।—তবেত এ ভাল খেলা, আজব্ জীবের মেলা,
এ আমোদে আজিকার কেটে যাবে দিন॥

(পশুপক্ষীগণসহ গন্ধর্ব্বের পুনঃ প্রবেশ ও
পশুপক্ষীগণের একত্রে কোলাহল)

রাজা।—আরেরে নিকৃষ্ট জীবদল!
কি হেতু এ বিকট চীৎকার,
কি সাহসে পশ আসি ত্রিদিব আবাসে?

গন্ধর্ব্ব।—কাক নামে পক্ষী এক অধিক চতুর,
গরুড়ের পাশে পেয়ে পথের সন্ধান,
শুনি, পাঠায়েছে হেথা সবে;
আপনি আসেনি ধূর্ত্ত কি জানি কি ভয়ে।

রাজা।—একে একে কর নিবেদন
কার কিবা মনের বেদন।

ব্যাঘ্র।—হালুম হালুম হালুম!!
বেজায় জুলুম,—জুলুম জুলুম জুলুম!!
আমি এমন বাগা তামাম গায় দাগা,
এক লাফে পগার পার ভগার নেই মালুম?
আমার কেন দেয়নি ডানা,
উড়তে হ'ল কেন মানা,
সখ হ'লে খেতে পাখী,
ফুক্ করে পালায় উড়ে,
হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখি।
আমি উড়বো উড়বো উড়বো,
তবে ছাড়বো ছাড়বো ছাড়বো,
হালুম হালুম হালুম,
বেজায় জুলুম,— জুলুম জুলুম জুলুম!!

ভল্লুক।—হুম হুম গাঁ
হুম হুম গাঁ,
যেথা সেথা যা,
মুল্লুক জোড়া নাম,
ভাল্লুকচন্দর রাম।
নখের আঁচে আঁচে
চড়তে পারি গাছে,
মাচের কাছে যেতে চাই,
জলে ডুবলে থাবি খাই,
ডোবা নালা পুকুর পাথার,
ডুবদে দেব সাঁতার—
সাঁতার সাঁতার সাঁতার।
হুকুম চালাও ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ—
হুম হুম হুম গাঁ গাঁ গাঁ।

পাখী।—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক চিঁ চিঁ চিঁ!!
ঠোঁট দেখে চিনেছ কি?
অহং চিড়িয়া।
কিচির মিচির বুলি
রেতে চোখে ঠুলি,
ডানা মেলে আসমান জুড়ে,
ফুস করে যাই ফর্‌ ফর্‌ উড়ে,
কিন্তু রোদে যখন পাখা জ্বলে,
সাধ বড় হয় ডুবি জলে;—
আজ নেব হুকুম মাথা খুঁড়ে,

তবে ছুনিয়ায় যাবে উড়ে।
হুকুম হবে কি হবে কি হবে কি ?
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক চিঁ চিঁ চিঁ।

মৎস্য।—কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্!!
খালি জল গিলি আর মারি ঢোঁক্;
ঠ্যাং ছাড়া রাং ছাড়া বেয়াড়া ছাঁচ,
আঁসে ঘেরা শাঁসে পোরা জলভরা মাছ।
দাও চারটে ঠ্যাং, নিদেন যেমন ব্যাং—
ড্যাং ড্যাং ড্যাং চলি করে রোক।
কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্—
কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্!!

(বানরের প্রবেশ)

বানর।—কিচ্ মিচ্ কিচ্ মিচ্ হুপ্ হাপ্ হুপ্!!
মান্ষের মত মানুষ আসচে চুপ্ চাপ্ চুপ্!
সামনে কে জান কি ?
স্বয়ং মিষ্টার মান্কি।
আদর করে বাঁদর বলে আছে নাম ডাক,
সবই দেখ মান্ষের মত বেশী ল্যাজের জাঁক।
কিস্কিন্দে করবো রিফরম্,
ছেড়েছি তাই জেতের ধরম,
গাছের ডালের মত বেশ—
তাই চেয়ারে দিছি ঠেস,
চশমা দিছি চোকে,
অবাক হয়েছে লোকে,

হব মানুষের মত বোকা,
তাই এখানে ঢোকা।
শুনছ ওহে গন্ধর্ব্ব,
দেখছ তো সব্য ভব্য,
হব নব্য, খাব "গব্য",
লিখবো কাব্য,
বলবে লোকে বক্তা,
পোক্তা হুকুম দিয়ে লেখ একটু নোক্তা।
আহামরি মুখ দেখ কিবা অপরূপ!
কিচির মিচির কিচির মিচির হুপ্ হুপ্ হুপ্!!

রাজা।—দূর দূর মূর্খ জীবদল!
কোথা গেল সরল সে পশুজ্ঞান,
মানবের মত কেন হলি রে পাগল?
উড়িতে বাসনা বড় বনের শার্দ্দুল,
দন্ত নখ লম্ফ ঝম্ফ দাও বিহগেরে:

ব্যাঘ্র।—না না না হালুম হালুম হালুম!!

রাজা।—কি কহ বিহগ!
পক্ষ বিনিময়ে লবি কি রে চতুষ্পদ?

পাখী।—না না না চিঁ চিঁ চিঁ!!

রাজা।—চতুষ্পদ তীক্ষ্ণ নখ মীনেরে দানিয়ে—
ভল্লুক স্বচ্ছন্দে যাও জলধির তলে।

ভল্লুক ও মীন।—না না না গাঁ গাঁ গাঁ—চিঁ চিঁ চিঁ!!

রাজা।—মানবের হিংসা কপি নাহি কর আর।
সকল সমান দেখি বিভিন্ন আকার॥

কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আর কর কপিরাজ।
ত্বরায় মিলিত হবে উভয় সমাজ॥

বানর।—জাত যাবে জাত যাবে হব অপমান।
যেমন আছি তেমন রব রাঙ্গা হনুমান॥

রাজা।—নিজ ভাগ্যে দিয়ে দোষ নাহি হও অসন্তোষ,
নিগূঢ় সন্ধান বলি শুন জীবগণ!
নিজ নিজ গুণে জেন সবে বলবান,
ধাতার নিয়ম বলে সবাই সমান।
যে ব্যাঘ্রের বল দেখি আকুল বিহগ,
সে শার্দ্দুল আজি দেখ উড়িবার তরে,
এসেছে কাঁদিতে দুঃখে দেবরাজ দ্বারে।
মীন তুমি হীন কেন ভাব আপনায়,
জলে জেন তব কাছে সবে পরাজয়।
নিজ নিজ গুণে তুষ্ট থাকহ সকলে,
দুষ্ট আশা নাহি কর যাও ধরাতলে।

[পশুপক্ষীগণের প্রস্থান ।

রাণী।— ত্যজেছে সুমতি সতী বুঝি ধরাধাম,
তাই নাথ সেথা ঘটে হেন গণ্ডগোল ;
বিধির বন্ধন সবে খুলিবারে চায়,
বোঝে না কি বিপর্য্যয় ঘটিবে হে তা'য়।

রাজা।—হীনমতী পশু পক্ষী কি দোষ এদের,
বুদ্ধিমান নর ইথে দেখায়েছে পথ।
দেবের বিহারস্থল অপরূপ সুশ্যামল,
মরতে ভারত ক্ষেত্র অতি পুরাতন,

ঋষিগণ করে যথা প্রথমে প্রচার
স্বরগের সুখ সমাচার ;
বিধির বিচার সূক্ষ্ম করি নিরীক্ষণ,
লোকাচার চমৎকার করিল স্থাপন ;
নানা জাতি জীবজন্তু দেখিয়ে সৃজন,
নরমাঝে জাতিভেদ করে প্রবর্ত্তন ;
পরস্পর নির্ভরের করিয়া নিদান,
করিলেন সবাকার সন্তোষ বিধান ;
সেই সে ভারতে এবে নব অবতার,
অহং জ্ঞানে মত্ত সবে বুদ্ধির বিকার ;
ঋষিগণে তৃণজ্ঞান ঘৃণা পুরাতনে,
বজ্রপড়া কল পাতে গৃহেতে যতনে ;
সাম্য সাম্য রব তোলে নাহি বোঝে অর্থ,
বিপ্লব প্লাবন আনি ঘটায় অনর্থ ;
সাম্যের না বুঝে তত্ত্ব করে একাকার,
একাকারে ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার !
চল প্রিয়ে সবে আজি যাই ধরাতল।
দেখিগে কেমনে নর ভোগে কর্ম্মফল ॥

রাণী।— চল চল নাথ যাই তবে ত্বরা।
আয় আয় সহচরি দেখি গিয়ে ধরা ॥

সকলে।— (গীত)

ওলো যদি বাতাস লাগে গায়।
মলয়া না কি আছে হাওয়া সহা নাহি যায় ॥

যদি যেতে যেতে ধরা, যৌবনে ধরে লো জ্বরা,
ধূলি লেগে কালি যদি ধরে কনক কায়॥
বিজলী ভাবিয়ে মনে, মেঘ যদি কোলে টানে,
মাটিতে হাঁটীতে যদি বাজে কোমল পায়;—
অলি যদি ফুল ভুলি মুখে চুম খায়॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মধুবাবুর বহির্বাটী)

মধুবাবু, প্রেমচাঁদ ও বেচারাম।

মধু। ওহে চক্কোবর্ত্তী, আজ কিছু নিজের গরজ টরজ আছে নাকি, সকালেত আর এ দিকে তোমাকে বড় দেখতে পাইনে?

প্রেম। আজ্ঞে বড়বাবু, বাজার টাজার নিজেকেই করে নিতে হয়, তার পর ছেলে দুটোকে নিয়েও একবার বসতে হয়, ক্ষমতা ত নেই যে মাষ্টার রাখিয়ে দিই, পাড়ার পালেদের বাড়ীতে মাষ্টার আছে, সেখানে পড়া বলে নিতে যেত, তা তাঁরা আর যেতে দেন না, বলেন কি—

মধু। ওরে চা'র কি হ'ল? হাঁ, তার পর তুমি কি বলছিলে—বল।

প্রেম। আজ্ঞে আমার ছেলেদের কথা বলছিলেম, পালেদের বাড়ীতে পড়তে যেত তা আর যেতে পায় না। ওঁদের মেজবাবু

নাকি বলেছেন যে আমাদের গরীব দুঃখী লোকের ছেলেদের সঙ্গে ক্লাসে দাঁড়ালে তাঁদের ছেলেরাও ছোটলোক হয়ে যাবে।

মধু। তা ট্যাকা দিয়ে ম্যাষ্টার রেখেছে তারা বলতেই ত পারে। তা যাইহোক ছেলেই পড়াও আর যাই কর যে স্থলে চাকরী কত্তে হয়, সে স্থলে দু'বার আসা যাওয়া রাখতে হয়। যখন হম্‌বাগ্‌ ব্রাদারের বাড়ী প্রথম এপ্রেণ্টিস বেরুই তখন দু'বেলা লালচাঁদ বাবুর বাড়ীতে হাজ্‌রে দিতে যেতুম। ঘোষজা ম'শাইকে এখন ডব্‌সন্‌ সাহেব হামেসা ঘরে ডাকে টাকে, আজ কাল সাহেবের লোক হয়েছেন, মনিব চিনে নিয়েছেন, আমাদের ত গ্রাহ্য করবেনই না।

বেচা। আজ্ঞে সে কি কথা আজ্ঞা কচ্ছেন, আপনাকে গ্রাহ্য করিনে? সাহেবের কাছে যাই আর যা করি সবই ত আপনার অনুগ্রহে।

মধু। হাঁ তবে এষ্টাব্লিস্‌মেণ্ট কমাবার কথা হচ্ছে, সোমবার দিন সাহেব আমাকে রিডক্‌সন লিষ্ট তৈয়ের কত্তে বলেছিলেন, প্রায় ১৫।১৬ জন কেরাণী কমবে তা'তে চক্কোবর্ত্তীরও নাম পড়েছে। ঘোষজা ম'শাই আপনার নামটাও পড়ে গেছে।

উভয়ে। আজ্ঞে সে কি!

প্রেম। বড়বাবু আমার আর একটী দিনও গরহাজির পাবেন না, দুবেলা বাড়ীতে আসব। আমি ত আছিই, তবে ছেলে দুটোকে পড়াচ্ছিলেম, থাকৃগে—পড়ে শুনে আর কি হবে, বেঁচে থাকে ভাত রেঁধে পাঁউরুটী বেচে থাবে।

বেচা। আজ্ঞে আমার এত দিনের চাকরী, এই বৃদ্ধ বয়স হ'ল, এখন আমার নাম রিডক্‌সনে আপনি ফেল্লেন? তা হ'লে আমার উপায় হবে কি?

মধু। তোমার ভয় কি, তোমার ডব্‌সন সাহেব মুরুব্বি রয়েছেন—তিনি মনে কল্লেই তোমাকে অন্য যায়গায় বড় কর্ম্ম করে দিতে পার্ব্বেন। তবে কি—বড় সাহেব আমায় বল্লেন, যে মধু যাদের জবাব দিয়ে তুমি কাজ চালিয়ে নিতে পার্ব্বে তাদেরই নামের একটা লিষ্টি করে আমায় দিও। আমি তাই দিয়েছি—ঘোষজা ম'শায়ের কাজ এমন কি বেশী কিছুত নয়, আমি খোকাকে বলেছিলেম, সে স্বীকার হয়েছে তার কাজ তোমার কাজ দুই করবে।

বেচা। খোকা?

মধু। ঐ যে তোমরা যাকে অস্তিবাবু বল, আমার এই কোলের শালাটী। ছোকরা খুব চালাক, ও এরির মধ্যে সাহেবের নজরে পড়েছে, টেঁকে থাকতে পাল্লে পরে ওর হবে ভাল দেখছি।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আজ্ঞে চা হয়েছে।

মধু। আমার আজ পেট্টা কেমন গরম আছে, আমি আজ চা খাবনা বাবুদের দিগে যা।

সোণা। তারা সব খাচ্ছে।

বেচা। আজ্ঞে এখন আমার উপায় কি হবে গরীবের অন্নটী আর এ বয়সে কেড়ে নেবেন না।

মধু। ডব্‌সন সাহেবকে ধর গিয়ে, তোমার ভাবনা কি হে।

বেচা। আজ্ঞে সাহেব দরকারে ডেকে পাঠালে কাজেই যেতে হয়, আমি কি সেখানে আপনাকে ডিঙ্গিয়ে যাই; আমায় না হয় বদলে আর কোন্ ডিপার্টমেণ্টে দিন যাতে আর কোন সাহেবের কাছে যেতে না হয়।

সোণা। বাবু, সাহেবের কাছেই যাও আর যেখানেই যাও কোথাও কিছু হ'বার যো নেই, আমাদের বড়বাবু সে সব মুড়ো মেরে রেখেছে, যদি ভালাই চাও তবে বড়বাবুর খোসামোদ কর।

মধু। তুই চুপ কর, আমার খোসামোদ করবার আবিশ্যক কি? সাহেবের চাকরী, সাহেব যার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন তারই ভাল হবে।

প্রেম। আজ্ঞে সাহেব সন্তুষ্ট থাকা না থাকা সে আপনারই হাত।

সোণা। এ্যা—এ্যায়, বাবু বাবু, তুমি ঠিক বলেছ; শুনলে বাবু, ঐ বাবু যা বল্লে, আমাদের বাবু যা বলবে সাহেব তাই শুনবে, তোমরা হাজার কম্মকাজ দেখাও বাবু যার নামে একটু কল টিপে দেবে অমনি তার দফা রফা; কি বলগো বড়বাবু আমি ঠিক বলছিনে?

মধু। তুই এ সব কথায় কথা ক'স কেন? আচ্ছা পাগল—

বেচা। আজ্ঞে পাগল হোক আর যা হোক, সোণা বল্‌ছে মিছে নয়।

সোণা। কেমন বাবু বুঝেছ ত, বাবুকে ধরে পড়ে থাক যে আখেরে ভাল হবে, সোণা পাগলই হোক আর যাই হোক—হক্ কথা বলে। তোমার উপর বাবু কবে থেকে চটেছে জান, বুঝেছ ঘোষজা-মশাই বাবু, মার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে যে পকুর পিতিষ্ঠে হয়েছেল তার দরুণ এখানে খাওয়া দাওয়া হ'ল না? সে দিন তুমি কেন এলে না বাবু?

মধু। সোণা ওসব কথা কি? আমার বাড়ী কেউ আসুক না আসুক, খাক না খাক, আপীসের চাকরীর তার সঙ্গে সম্পর্ক কি?

সোণা। আপনি রাগ করেছিলে তাই বলছি; ও বাবু সে দিন বলে পাঠিয়ে ছ্যাল যে পেটের অসুখ করেছে, হাঁ হাঁ বাবু বড়বাবুকে ফাঁকি দেবে? তুমি কায়েত কি না, কলুবাড়ী খেতে হলে জাত যাবে।

মধু। সোণা এখান থেকে যা—

সোণা। তা যাচ্চি, সোণা হক্ কথা বলে, কেন কলু অমন্দ জাতটা কি? কি বলগো চক্রবর্ত্তী বাবু তুমিত বামুণ তুমি যে কতবার আমাদের এখানে পোলো পর্য্যন্ত খেয়ে গেছ, আর ও বাবু কায়েত বৈত নয়, কত বামুণ পোলো খেলে আর উনি লুচি খেতে পারে না?

(কাচা গলায় উমাচরণ মিত্রের প্রবেশ)

কি গো বাবু তোমার অমন চেহারা হয়েছে কেন? জুতো টুতো সব কোথায় গেল?

উমা। দেখতে পাচ্ছিসনে বাপু কাচা গলায়, মা মরেছেন।

সোণা। তা কি জানি বাবু কলকেতা সহর, এ বড় মুস্কিলাৎ জায়গা, এখানে কত লোক কত ঢং করে। সেই বড় বাবু সেই তোমার কাছে একজন একবার গোরু মরেছে বলে জুচ্চুরি কত্তে এসেছিল।

মধু। মিত্তিরের খবর কি? আজ কদিন হ'ল?

উমা। আজ্ঞে ২৬ দিন। তিন দিনের ছুটী আমায় অনুগ্রহ করে করিয়ে দিতেই হচ্ছে!

মধু। সাহেবকে জানাও, তাঁরে বল।

উমা। আজ্ঞে তা তো জানিয়েছিলেম তা তিনি বলেন যে

শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ তোমায় যা কত্তে হয় এর পর একটা ছুটী টুটী দেখে করো এখন তাড়াতাড়ি কি দরকার; দেখুন দেখি মশায় একি কথা? ওঁরা তো আমাদের আচার ব্যবহার জানেন না, আপনি একটু বুঝিয়ে বল্লেই হয় যে সেটা হয় না, আদ্যশ্রাদ্ধ স্থগিত থাকে না।

মধু। হাঁ হাঁ সাহেব আমায়ও ঐ কথা কাল বলছিলেন বটে।

উমা। আজ্ঞে আজ্ঞে তারপর আপনি কি বল্লেন?

মধু। আরে ভাই আমি কি সাহেবের মুখের ওপর কথা কইতে পারি? আমায় বল্লে মিত্তির ছুটী চাচ্ছে তা ওর মার শ্রাদ্ধ কি এরপর কল্লে হয় না? তা আমি কি করি, বল্লুম যে পূজোর ছুটীর সময় সারলেও সার্তে পারে।

উমা। আজ্ঞে সে কি? আপনি নিজে বাঙ্গালী আমাদের রীতি পদ্ধতি সব জানেন, আপনি সাহেবকে বলে দিলেন যে আদ্যশ্রাদ্ধ স্থগিত থাকতে পারে!

মধু। আমিত ভাই আর তোমাদের মতন ইয়ং বেঙ্গল নই যে সাহেবের সঙ্গে তোমাদের মতন কথা কাটাকাটি করবো, তা যদি কত্তুম তা হলে আজ যে আমার অবস্থা দেখছ তা কখনই হত না; আপিসের বড়বাবুও হতেম না, জুরিতেও বসতে পেতেম না, অনারারি মাজিষ্ট্রেটের পদও দিত না; আমরা সাহেবকে দেবতা বলে জানি। আর ও দিনে আমি তোমায় ছেড়েই বা দিই কেমন করে, তা হলে আপিসের কাজের গোল হবে, তোমার যেদিন শ্রাদ্ধ পড়েছে আমার কোলের শালা খোঁকার বৌএর "সাধ" পড়েছে সেই দিন, ওর দিদি তার আগের দিনই যাবেন ওকে সঙ্গে যেতে হবে; আবার ও আমায় বলছে যে

ওর টেবিলে যে ছুটী ছোকরা বসে তারা ওর বিশেষ ফ্রেণ্ড তাদেরও ছুটী দিতে হবে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সোণা। হাঁ, মা বলছেল আমাকেও যেতে হবে, তিনি কদ্দিন বাদ মামার বাড়ী যাচ্ছে ছুদিন না থেকে কি আসবে? তুমি বাবু তোমার মার শ্রাদ্ধ ফ্রাদ্ধ আর এক দিন তখন করো। আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ কত্তে যাব তাতে আর বাগ্ড়া দিও না। মার মামার বাড়ী গেলে খুব মজা হয়, আমি একবার সেই কাপড় নিয়ে গেছনু, ওঃ কত গাছপালা, কত পকুর, আর সেই বুড়োর সঙ্গে আমি খুব পোট্ করে লিছি, তাদের বাড়ী ঘানিগাছ আছে কি না, খুব চড়বো, আমি গেলেই মার মামা বুড়ো আপনি লেবে বসে আমায় ঘানিগাছে চড়ে ঘূরতে দেবে। আর বাবু সেখানকার যে তেল, ভাতে পোড়া খেয়ে বেঁচে যাব, তোমরা যদি একবার খাও বাবু তা আর ভুলতে পার না, লাক মুখদে ঝাঁজ বেরোয়।

(একজন সরকারের প্রবেশ)

মধু। তুমি কোথা থেকে আসছ?

সর। আজ্ঞে মশায় আমি ঈশান বাঁড়ুয্যে মশায়ের কল থেকে আসছি, সেই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার হিসাবটা এখনও দেখা হয়নি।

মধু। সে হিসেবত সোজায় মিটছে না, তোমাদের বাঁড়ুয্যে মশাইকে নিজে আসতে বলো; জিনিস পত্র সব অতি খারাপ হয়েছিল, যা ময়দা দিয়েছিলে লুচি তো বিশ্রী মোটা মোটা হয়েছিল।

সোণা। উনিত সেই কলের বাবু, বলত বড়বাবু সেই তেলের কথা একবার; বাবু মানুষ চেন না, ঠকাতে আস, একি

যে সে যায়গা পেয়েছ, যে যা তা জিনিস দিলেই হ'ল, কামার 'বাড়ী কি ছুঁচ বেচতে আসতে হয়? বাবু আপিসেই বেরুক আর যাই করুক একেবারে তো আর অজাত হয়ে যায়নি যে তেল চিনবে না। তেলের মোট লাবাতেই মা সুঁকে বলে দিয়েছে যে অদ্ধেকের ওপর সোরগোঁজা আর পোস্ত মিশেল। বাবু যেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে, মার মামার ঘানি আছে শুনলে, মার বাবাও এখনও গাছ চালায়. ট্যাকা করেছে তবু এখনও বলে জাত ব্যবসা ছাড়ব কেন?

মধু। সোণা, রেখেদে তোর সব পাগলামি, বেয়াদব বেটা কোথাকার।

সোণা। তা বাবু সোণা পাগলই হোক আর যাই হোক হক কথা বলবে, কলুবাড়ী এসে তেল ঠকিয়ে যাবে, ট্যাকা লেবে না? বাবু তুমি এখন দাম দিও না, সে তেল একটু আছে আমি মানাবাবুর কাছে গিয়ে দাম ঠিক করে লিয়ে আসব। তুমি বাবু যেমন কল ফল থেকে তেল লিতে যাও, ঘরে তেল মজুত রয়েছে; মামাদের ওখান থেকে তেল লিলেই হয়, তারা যার কত দুঃখু করে।

উমা। (স্বগত) চমৎকার দৃশ্য! কলুবাড়ী, বামুণ তেলের দামের জন্য হাজির, কলুর গোলাম তার জিনিসের দোষ ধচ্ছে দাম কাটছে! মোদ্দাৎ চাকর ব্যাটা এক পাগলামি'র ঢং করে করেছে ভাল, ন্যাকাম কত্তে কত্তে মুখের উপর [illegible] বলে নেয়, আমাদের চেয়ে ভাল।

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান। স্যালাম বড়বাবু।

মধু। আরে এস এস বাবুজান যে, এদিকে কি মনে করে?

বাবুজান। কাল সাঁজে একবার এ পাড়ার দিকে এয়েছিলেম, অনেক দিনের আলাপী একটী আমাদের দেশের মেয়েমানুষ এই আপনাদের পাড়াতেই ঘর ভাড়া করেছে, কাল তার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ করেছিলেম।

মধু। বেশ বেশ।

উমা। (জনান্তিকে) দেখছ ঘোষজা, বেটার স্পর্দ্ধা দেখ, বড়বাবুর মুখের উপর বেটা মেয়েমানুষের বাড়ী থাকার কথা বলছে কথাটী কবার যো নেই, আর আমরা শ্বশুর বাড়ী যাবার নামটী পর্য্যন্ত কল্লে এখনই মুখের উপর দশ কথা শুনিয়ে দিতেন।

বাবুজান। হ্যাঁ বড়বাবু, কাল টিপিনের পর আপনি যখন বড় সাহেবের ঘরে গেছলে তখন সাহেবের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল? আমি সেই সময় একবার লিচেয় তামুক খেতে গেছলুম কথাটা শোনা হয়নি।

মধু। কেন কেন সাহেব তোমায় কিছু বলেছেন নাকি?

বাবুজান। না আমি এখনও তা সাহেবকে জিজ্ঞুসিনি, তখনই সাহেব একখানা জরুরী চিঠি দেলে, বলেণ্টিয়ার বারিকে লে যেতে, আর জিজ্ঞুসবার সাবকাশ পেলাম না; কিন্তু সাহেবের মুখখানা বড় ভার ভার দেখলাম, আপনার ওপর কিছু গোসা টোসা করেছে নাকি?

মধু। এঁ্যা মুখ ভার ভার দেখলে! কেন বল দেখি আমি তো তেমন কথা কিছু বলিনি; তা দেখ বাবুজান তোমায় আর কি বলব তুমি আমাদের বড় আপনার লোক, তোমার মতন মানুষ প্রায় দেখা যায় না; দেখ আজ তুমিত বিকেল বেলা

কুঠীতে যাবে, খেলা টেলা হয় যদি, মেজাজটা যদি ফুর্ত্তি দেখ, তা হলে সেই সময় গুছিয়ে গাছিয়ে, তোমায় আর শিখিয়ে দিতে হবে না, আমার হয়ে দুটো কথা বলো।

উমা। (স্বগত) আচ্ছা বাবা কতক শোধ হচ্ছে, যেমন আমাদের থ্যাঁতলাও তেমনি পেয়াদার পায়ে ধত্তে হয়।

মধু। কি হে বাবুজান কথা কইছ না যে, তুমিও যে মুখ ভার কল্লে?

বাবুজান। তাইত বড় বাবু আপনি যে আমায় মুস্কিলে ফেল্লে। এই পাঁচ বাবুতে রাতদিনই সাহেবকে চটিয়ে রাখে, ওদেরত বিবেচনা নেই শরীলে, আর তুমি আমি মরি সাহেবের মুখ ঝাম্‌টা খেয়ে।

উমা। (স্বগত) দুর্গা আছেন দুর্গা আছেন বাঁচলেম, তাই ভাবছিলেম যে পেয়দা সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের কিছু বল্লেন না কেন, এতগুলো ভাঙ্গা কুলো আমরা এখানে খাড়া রয়েছি, আর পেয়দা সাহেব ছাই ফেলতে পান না।

(কলুবৌয়ের প্রবেশ)

কলুবৌ। গলার দড়ি গলায় দড়ি, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন আপীসের, মুখে আগুন তোমার সাহেবের, মুখে আগুন অমন ট্যাকার।

মধু। একি একি একেবারে বাইরে যে—একি এ?

কলুবৌ। বাইরে—তা কিসের নজ্জা, কাকে নজ্জা, ছোট নোকের ইত্বিক জেতের আবার নজ্জা কি? এই গয়না গাঁটী সব এখনি দূর করে ফেলে দেব, এক জাত নিয়ে যেথায় সেথায় অপমান! ঘাটে পথে লাঞ্ছনা!

মধু। আবার এখন জাতের ঘোঁট কোথায় হ'ল ? জাত, জাত তো আমার বাক্সর ভেতর ; সব আপীসের ভদ্দর নোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?

কলুবৌ। কিসের ভদ্দর, ঢের ভদ্দর দেখেছি। তুমি মনে কর বুঝি তোমায় সবাই মান্যি করে ? চাকরীর পিত্যেশে ট্যাকার খাতিরে তোমায় মুখের সামনে কিছু বলে না, আড়ালে ঠাট্টা করে না ? তফাতে গিয়ে হাসে না ? বলুক না সব ভদ্দররা।

সোণা। হাঁ মা হাঁ ; মা ঠিক বলেছ, আমি কদ্দিন শুনিছি বাবুরা সব এইখানে এমনিটী থাকে, বেরিয়ে গিয়েই রাস্তায় গাল পাড়তে পাড়তে যায়। হ্যাঁ বড়বাবু মা সত্যি বলেছে, তোমাকে "শালা" "কলু শালা" ছোট নোক ফোট নোক যাচ্ছে তাই বলে। ঐ চক্কবত্তী মশাই বাবু একদিন বাপন্ত কত্তে কত্তে যাচ্ছেল, না চক্কবত্তী মশাই ?

প্রেম। কবে রে সোণা ?

সোণা। সেই বল্লে না তুমি, একজন কে বল্লে "মধো শালা," আর তুমি বাপন্ত কল্লে।

কলুবৌ। সোণা থাম্ বলছি, কথার ওপর কথা কসনে। এর একটা বিহিত কর, হয় জেতে ওঠ, নয় যেমন কলু তেমনি কলুর মতন থাক, দাও আমায় ঝুড়ি করে গোবর আনিয়ে দাও, আমি রাস্তায় গিয়ে ঘুটে দিচ্ছি। তোমার ঐ চাপকান পাকড়ি চুলোয় দাও, দিয়ে ঘানি কেন, পুজোর দালানে গাছঘর কর।

সোণা। হো হো তা হলে বেড়ে মজা হবে ! মা ঠিক বলেছে, তা হলে আমি মাইনে পত্তর কিছুই চাইনে, হুটী হুটী খেতে দিও, আমি রাতদিন ঘানিগাছে বসে ঘুরবো। এই দেখ

ও কলের সরকার বাবু, আমাদের বাবু যদি ঘানি করে তা হলে তোমাদের কল টল সব ঘুরে যাবে, তোমাদের বাবু তখন খারাপ তেল দেওয়ার মজাটা টের পাবে। বাবু বামুণ হয়ে কলুর অন্ন মারতে যাওয়া অমনি নয়।

কলুবৌ। সোণা আবার কথা কচ্ছিস, আমার রাগ বাড়ছে তা জানিস, আমায় বেশী রাগালে কি হয় মনে আছেত ?

সোণা। ও বাবা তা মনে নেই; শুনছগা বাবুরা, মাকে রাগান অমনি নয়, ঐ অতবড় যে বড়বাবু যাকে আপনারা শুদ্ধ ভয় কর তাকেই একদিন কাঠের চেলার বাড়ি ধপাধপ্ পিটে দিলে।

মধু। সোণা দূর করে দেব বলছি, রাত দিন পাগলামি ভাল লাগে না। চক্কোরবর্ত্তী তোমরা তবে এখন যাও।

উমা। (জনান্তিকে) কেমন আমি বরাবর বলি যে সবাইকে বিশ্বাস করো ন্যাকা আর পাগল ছাড়া। সোণা বেটা নেকা পাগল সেজে একবার বলে নিচ্ছে দেখছ, মনে কচ্ছো কি ও বেটা কিছু বোঝে না।

[কেরাণীত্রয় ও সরকারের প্রস্থান।

মধু। বাবুজান তা হলে তোমারও বেলা হ'ল—

বাবু। হাঁ বড়বাবু আমিও তবে এসি।

মধু। দেথ বাবুজান এ সব ঘরের কথা যেন সাহেবের কাণে না ওঠে, ঘরের ভেতর কার কি না হয় বল ? বিশেষ ওঁর আবার হিষ্টিরিয়া আছে। মনিবের কাণে সব কথা কি তুলতে আছে?

বাবু। সে কি কথা ? সাহেবকে এ সব কথা কি আমি বলতে পারি ! আমার যে নালিসটে ছেল বড়বাবু সেটা কি ভুলে গেলে, সেই একটা বনাতের চাপকানের কথা।

মধু। না না ভুলিনে ভুলিনে, শুধু চাপকান কেন, তোমায় পাকড়ী টাকড়ী শুদ্ধ একটা পুরো স্যুটই করিয়ে দিচ্ছি; আর দেখ ঐ চক্কোরবর্ত্তী টক্কোরবর্ত্তী ক'জন ছিল ওরা শুনে গেল আপীসে গোল টোল করবে কি বোধ হয়?

বাবুজান। হাঁ, তুমি নিশ্চিন্দি থাক বড়বাবু, আমি সকাল সকাল আপীসে গিয়ে বাবুদের এমনি ইশেরায় কড়্‌কে লেব, যে ও সব বাতই আর মুখে আনবে না, এখন এসি স্যালাম।

মধু। সেলাম সেলাম।

[বাবুজানের প্রস্থান।

হাঁগা বৌ তোমার এ কি রকম আক্কেলটা বল দেখি? আজ একেবারে আমার মাথাটা কেটে ফেল্লে?

কলুবৌ। আর আমি যে অপমান্যি হয়ে নাথি খেয়ে এনু সে কথাটা ধচ্ছ না বুঝি?

মধু। তুমি আবার কোথায় অপমান হলে? কার কাছে লাথি খেলে?

কলুবৌ। ধোপার কাছে ধোপার কাছে সেই ধোপাকে চেন না? যে মুন্সেফ হয়েছে, তোমাদের চেয়ে বড় চাকরী করে, মাইনেই কম পাক আর যাই পাক মান বেশী তোমাদের চেয়ে।

মধু। কে রাজকেষ্ণ? হাঁ ঢের মান বেশী!

কলুবৌ। বেশীই হোক আর কমই হোক, তার বাড়ীর বাম্‌ণী এসে আজ আমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেল—পোড়া এমন লোকের হাতেও পড়েছিনু যে, যে-সে জাত তোলে!

মধু। বলি সেই কোন নদের ভট্‌চায্যি? সেওত ধোপা।

সোণা। আরও ছোট জাত লা গো বড়বাবু? আমরা

তো কলু, ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করি, তারা যে পাঁচ জেতের ময়লা কাচে।

কলুবৌ। যাক। আমিও তাদের অযাত্তারা বন্নু আর বামৃণী মাগী উল্টে তাই বল্লে? আমি ছোট লোক বলি সেও আমাকে ছোট লোক বলে, আমিত আর বড় হতে পান্নু না; আর পাশের মিত্তিরদের ছাত থেকে দুমাগী কায়েতনির যে হাসি ঠাট্টা! কেন কিসের জন্যে, বামৃণী এত শোনাবে কেন? বামণের কি চারটে হাত আছে? গলায় গাছ দুচ্চার সূত দিয়ে তো বামুণ; যদি ভদ্দর হতে চাও তো পৈতে নেবার ব্যবস্থা কর, ট্যাকায় সব হয়, ট্যাকা খরচ করে ভট্চায্যি মট্চায্যি দিয়ে একটা শাস্তর বের কর, পৈতে নাও।

সোণা। মা বেড়ে বলেছে বাবু, তুমি পৈতে লাও, কলু অমন্দ জাত লয়, তবু বামুণ হলে আরও মজা হবে, মা তোমায়ও পৈতে পরতে হবে, বামুণদের শুধু মদ্দরা পৈতে পরে আমাদের কলুদের মেয়ে মদ্দ সব পৈতে পরবে তাহলে বামুণের চেয়ে বড় হয়ে যাবে।

কলুবৌ। কি চুপ্ করে রয়েছ যে? কথা কওনা।

সোণা। ও আর বাবু কথা কইবে কি, তুমি মা আমায় গোটাকতক পয়সা দাও, তাসা সূত কিনে আনছি।

কলুবৌ। তুই থাম। বলি হ্যাঁগা কি হবে?

মধু। তা যা হোক হবে সেত আর এখনকার ক নয়, দুএকজন ভট্চায্যিকে হাত কত্তে হবেত?

কলুবৌ। সে যা কত্তে হয় তা তুমি জান. আমি কিন্তু এই ধনুক ভঙ্গন পণ কল্লুম তেরাত্তিরের মধ্যে যদি পৈতে না নিতে পার তাহলে আমি তোমার ঘর সংসার চুলোয় দিয়ে বাপের

বাড়ী চলে যাব, বাবার দোকানে বসে উড়্কী করে তেল বেচব, আর যত নোকঁকে ডেকে ডেকে তোমার পরচোয় দেব।

মধু। আচ্ছা যা হয় একটা হবে। আপীসের বেলা হ'ল এখন চল—আচ্ছা পাগল!

সোণা। পাগল নয় বাবু মা পাকা কথা বলেছে। মা আমি খবরদার বলছি বাবুকে ছেড় না, পৈতে নিতেই হবে, চল বাড়ীর ভেতর চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জুতার দোকান।

মুচি ও মুচিনীগণ।

(গীত)

কারিগিরি মুচিগিরি বড়া ছোটা কাম।
ছো ছো ছো, আউর করবেনাকো হাম॥
ইংরাজিটী পোড়বে থোড়া,
পিনিহে লেবে জামা জোড়া,
খাড়া খাড়া বনিয়ে যাবে বড়াবাবু-রাম।
চড়ে লেবে ট্রাম গাড়ী,
গড়্ গড়্ যাবে সাহেব বাড়ী,
তড়্ তড়া তড়্ চলবে কলম ফুঁড়বেনাকো চাম।
নেন্দু চামার নেহি তেখন নন্দবাবু নাম॥

(কাণফুঁড়ী মিস্ত্রীর প্রবেশ)

কাণ। আরে কেয়া রে চামার লোক, কি গোলমাল লাগিয়েছিস, কাম টাম ছোড়ে দিয়ে গান বাজানা লাগিয়ে দিয়েছিস যে, নেসা টেসা খায়েছিস নাকি ?

১ম মুচিনী। আরে মিস্ত্রীজী তুমি কি বলতিছে গো ? কাম তো হোবেই কর্‌বে, লেকেন বিচ্‌বিচ্‌মে থোড়া বহুত নাচ গানটী না করবে তো কলকাত্তার ভাত কেমন করিয়ে হজম হোবে ?

কাণ। আরে এ ক্যা ! হিঁয়া মেয়ামানুষ এসে জমে গেছে ? কাজের জায়গায় মেয়ামানুষ ? দোকান ঘরে ইস্ত্রীয়া লোক ? তবেত সত্যানাশ দেখছি, আরে—বাহোয়া ! বাহোয়া ! !

১ম মুচিনী। আরে শুনতো ভাই মিস্ত্রী তুমি বক্ বক্ কেন কোরছে ? তু যা আপন ঘর যা ; ঘরে কেউ আছে না ? রহে তো ঘুম কর যাকে, সামকো আসিস্ কাম বুঝে সুঝে লিস্, ঝুট মুট খিট খিট কেন করিস্।

কাণ। ওহো এ বাঘিনী কার মাসি রে ? এ ঝণ্টুয়া, এ মেরারু কিস্‌কো ? দেখো ফের দোকানে এমনি গোলমাল করেগা তো হাম সব্‌কো নেকাল দেগা, দোসরা মুচী ভর্‌তি করেগা। এ লোককো যানে বোলো, নেইতো সবকো জবাব দেগা।

১ম মুচিনী। আরে ও মরদোয়া, এ কেয়া ? ভুলিয়ে ভালিয়ে বুলায়ে লে আসলি, এখন ইজ্জৎ যে জ্বলিয়ে যায়, তু লোকক মিস্ত্রী তো জবাব দিচ্ছে, রোটী কি দোটুকরা মিলবে না, উপাস করে মরবে ? হামিকে এমনি জবাব কি বাত বলতো তো হামি দোকানে থুক্ দিয়ে চলে যেত, তুলোক মরদ আছিস না কুর্ত্তা আছিস, ইজ্জৎ খুইয়ে কাম করবি।

নন্দু। কি মিস্ত্রী, কি বুলছে গো, জবাব কি বাত কি বোলছে?

কাণ। কি বোলবে আর, তু লোক কাজ কর্ম্ম কোরবে না তো বসিয়ে বসিয়ে তলব দেব নাকি? কামে গাফিলি কোল্লেই জবাব দেবে।

সকলে। হা হা হা জবাব দেগা! আরে মিস্ত্রী জবাব দেগা! হা হা হা!

(গীত)

জবাব দেও জবাব দেও জবাব দেও আবি।
ঘরে বসে কাম পাবে পয়সা জন্যে ভাবি॥
ঝট্‌সে লেয়াও রূপেয়া, যেতনা তলব বকেয়া,
জলদি জলদি চুকায় দেও সব দাবি॥
এ কেয়া পাইছ কেরাণী, দেখলাও চোক রাঙ্গানী,
নকৃরী গেলে ডুকৃরি কেঁদে খেয়ে মরবে খাবি॥
হামি দিচ্ছে দেড়া কাম, তবে লিচ্ছে পুরা দাম,
পয়সা অমনি মাংনা দেতা কবি॥
জন্তর সন্তর লে লে লে, হিসাব কৌড়ি দে দে দে,
বুঝ্‌লে সুজ্‌লে জুতি সুতি লে লে তেরা চাবি;—
পঞ্চাইতে খবর দেবে মুচী কোথা পাবি॥

কাণ। আরে এ ঝণ্টুয়া, এ নন্দুয়া, আরে গোঁসা করো কাহে? হামি উমরে বড়া আছি ছুটো মিঠা কড়া বোলবে না তো বোলবে কে? পরদেশে আসছে, বাপ দাদা সাথে নেহি,

হামি না শিখাবে তো চাল চলন শিখারে কে? রাগ না করো, কাম করো; আরে বিটীয়া সব এ দুকান তো তুহাঁরি।

সকলে। হাঁ হাঁ ভাল বোলেছ, কাণফুঁড়ী মিস্ত্রী বড়া ভালা লোক আছে।

কাণ। নন্দুয়া বাবু কুথারে?

নন্দু। আখুনো তো আসেনি।

কাণ। ক্যা—এগার বাজতে চল্লো এখনও আসেনি?

(গদাধর দত্তের প্রবেশ)

গদা। সেলাম মিস্ত্রী সাহেব।

কাণ। কি দর্তো বাবু এখন ঘুম ভাঙ্গলো নাকি? ঘড়িটী দেখছো কেত বাজছে?

গদা। আজ্ঞে মিস্ত্রী সাহেব আজ একটু বেলা হয়ে পড়েছে বটে, কাল রাত্রে ছোট মেয়েটার বড় জ্বর হয়েছিল তা'ই তা'কে কোলে করে আজ সকালে ডাক্তারখানায় যেতে হয়েছিল, সেই জন্য একটু দেরি হয়ে পড়েছে।

কাণ। তোমার মেয়ের বেমো হোল তো হামার কি আছে গদাই বাবু? ছেলে মেয়ের বেমো হ'লে পরের কাম টী চলে না, ডাক্তারের ঘর গেছলো বোলে মাস টী গেলে কি হামার কাছে বার টাকার বদ্‌লে এগার টাকা লেবে?

গদা। কি করবো সাহেব হঠাৎ হয়ে পড়েছে. বাড়ীতে আর কেউ পুরুষ নেই আমি একলা, আজকের দিন টী কিছু মনে করবেন না।

কাণ। না হামি ও সব বাৎ শুনতে চায়না, হামি কাম চায়

কুথা চায় না ; তুমি আম্নেনি, কারিগর লোক বি কাম করছিলো না, বাবু তুমি অন্ত যায়গা দেখো, হামার এখানে তুমার পুষাল না।

গদা। কারিগরেরা কাম করেনি তা আমি কি করবো বলুন, আমি থাকলেও তো ওরা আমার কথা শোনে না, তবে আমার উপর রাগ করেন কেন ?

কাণ। নেহি নেহি বাবু চলা যাও, মাসকাবারে আসো পাওনা কৌড়ি চুকায়ে দেবে।

গদা। রাগ করবেন না মশায়, আমায় আজকের দিনটী মাপ করুন, দেখুন ছাঁপোষা মানুষ, আপনি যদি বিদেয় করে দেন, তা হলে একেবারে সপরিবারে দাঁড়িয়ে মারা যাব।

কাণ। হামি কোন বাৎ শুনবে না, তোমার জবাব হলো।

(একজন বেকার কেরাণীর প্রবেশ)

বে, কে। তা বাবু আমি দাঁড়িয়ে শুনছি, মিস্ত্রী সাহেব তো কিছু অন্যায় কথা বলছেন না, পরের চাকরী অনেক বুঝে সুজে কোত্তে হয়, মেয়ে তো আর একদিনে মারা যেত না।

গদা। বেশ মশায় আপনি খুব ভদ্র লোক, গেরস্থ লোকের অন্নটী যায় কোথায় দু'কথা ভাল করে বলবেন, না ফোড়ন দিতে এলেন।

বে, কে। বাবা যে দিনকাল পড়েছে, চাচা আপনা আপনা বাঁচা, আজকের বাজারে মাথা খুঁড়লে তবে চাকরী মেলে, শরীর-পাত করে তবে সেটী বজায় রাখতে হয়, আমি যখন কবরওয়ালা সোয়ারিস সাহেবের ওখানে বেরুতেম, আটটার ভেতর হাজরে দিতে হোত, এক পয়সার বাতাসা খেয়ে সমস্ত দিন কেটে গেছে। ভাল কথা সোয়ারিস সাহেবের নামে একটা কথা মনে পড়ে

গেল, ওখানকার মুচ্ছুদ্দি ছিদেম বাবু এই দোকান ছাড়া আর কোথাও থেকে জুতো নিতেন না, কাঁণফুঁড়ী সাহেবের মতন হুট্ বার্ণিসের ডবল স্প্রীং আর কোথাও তৈয়ের হয় না; মিস্ত্রী মশায় আপনার যদি লোকের দরকার হয় তা আমি এখন বসে আছি, তিন মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে সোয়ারিস সাহেবের ওখানকার চাকরিটে খুইয়েছি, এই দেখুন আমার হাতের লেখা একখানা দরখাস্ত সঙ্গেই আছে; বিল কত্তে একাউণ্ট রাখতে যা বলবেন সবই পারি, মধ্যে একবার টেলার সপ্ করে কিছু লোকসান দিয়েছি, আপনার এখানে দরকার হয় হাতাহাতি করে দু'চার জোড়া সাজ সেলাইও করে দিতে পারি, কল চালানও আমার বেশ জানা আছে।

গদা। মশায় ব্রাহ্মণ, প্রণাম হই।

বে, কে। না আমি ব্রাহ্মণ নই।

গদা। মশায় ভাঁড়াচ্চেন কেন? আগুণ কি চাপা থাকে আপনার কথায় ধরা পড়েছেন।

বে, কে। কি রকম?

গদা। মশায়, আমি দত্ত কায়েতের ছেলে হয়ে জুতোর বিল লেখা চাকরী পর্য্যন্ত স্বীকার করেছি, আর মশায় যখন সেলাই পর্য্যন্ত উঠেছেন, তখন ফুলের মুখুটী না হয়ে আর যান কোথায়!

বে, কে। না হে না আমি কায়স্থ—আমরা বোস।

গদা। তা হলেও হতে পারে, তবু কুলীন, আমার মাথার ওপর আছেন; তা আর গরীবের অন্নটীতে হাত দেন কেন, মাইনেও তো শুনলেন বারটী টাকা বই নয়, এতে আর আপনার কি হবে?

বে, কে। ওহে আজকের বাজারে বার টাকাই দেয় কে?

আজ সাত মাস বসে বসে দেনা করে থাচ্ছি, আর আমি কাজ দেখাতে পাল্লে মিস্ত্রী সাহেব কোন্ না ক্রমে দুএক টাকা বাড়িয়ে দেবেন।

কাণ। হাঁ মুনিবকে খুসি কোত্তে পাল্লে, চুরি চামারি না কোল্লে দুপয়সা ভোরসা আছে, লেকেন বাবু মালপত্র বিস্তর থাকবে, নগদ. বিক্রীর টাকা বাবুর কাছে তামাম দিন জিম্মা থাকে, এখানে কাম কোর্ত্তে হোলে একটী জামিন দিতে হোবে, আমার জানবিৎ একটী মায়েমানুষ গদাই বাবুকে সুপারিস কোরছিল তা'ই ওকে রাখলো।

(একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। "সুরধুনী মুনিকন্তে তারয়েৎ পুণ্যবন্তং যৎপলায়ন্তি সজিবতী"; কি বাবা কি বাবা জুতোওয়ালা সাহেব. তোমার এখানে লোক রাখবার কথা হচ্ছে, জামিন চাই বাবা, আমার মেজ ছেলেটী গত বৎসর এল্-এ দিয়েছে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ আর পড়াবার শক্তি নাই, তা'রে যদি রাখ তো আমি উত্তম জামিন দিতে পারি, নবদ্বীপে আমার যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্তর আছে তা'র কাগজ পত্র রাখ ভাল, নচেৎ কলকেতার বড়লোকের জামিম চাও তা'ও দিতে পারি, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন রাজা দামুরাম সা, আমি তাঁরই ওখানকার সভা-পণ্ডিত, "সর্ব্বতীর্থময়ো ঘণ্টা, দাম্পত্য কলহশ্চৈব, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"; ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, অন্যত্র তোমরা চাকরীর চেষ্টা কর, এটী আমার পুত্রের জন্য ছেড়ে দাও।

গদা। বেশ মশায় আমি আজ তিন বৎসর এখানে অন্ন করে থাচ্ছি, মনিব একটু রাগ করেছেন আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথায় দুকথা বলবেন, না আমায় তাড়িয়ে আপনার ছেলেকে বসাতে চাচ্ছেন।

(উমেদারগণের প্রবেশ)

১ম উ। চাকরী আছে ? চাকরী আছে ?

২য় উ। মশায় আমায় যদি রাখেন তো আপনার বই রাখা থেকে তাগাদা আদায় পত্র সব কত্তে পারি।

৩য় উ। মশাইয়ের যদি এ কর্ম্মটা লাগে, তাহলে আমায় সঙ্গে অ্যাপ্রেন্‌টিস নেবেন, আমি বাড়ী থেকে টেবিল চেয়ার নিয়ে আসব।

ব্রাহ্মণ। "যমদ্বারে মহাঘোরে আদিত্যে বিধবা নারী সোমেচৈব পতীব্রতা" ; পাষণ্ড ব্যাটারা আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রের চাকরীটির জন্য দাঁড়িয়েছি, আর সবাই ক্যাঙ্গলার মতন এসে তা'রই উপর পড়লে, আমি পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেব, আমার ছেলের এ চাকরী না হয় যদি, তা'হ'লে যে কর্ম্ম করবে সে নির্ব্বংশ হবে।

বে, কে। কেন বল দেখি ঠাকুর, ঐ জন্যই তো বামুণ টামুন মানতে ইচ্ছে করে না, তোমরা অধঃপাতে গিয়েই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে ; একটা চাকরী পাবার জন্য পৈতে ছিঁড়তে এলে ? যখন পৈতে ছেঁড়ার কথা মুখে এনেছ, তখনই তো তোমার ব্রাহ্মণত্ব গেছে, আগে প্রায়শ্চিত্ত করে ফের বামুণ হও, তখন তোমার শাপ গাল শোনা যাবে।

গদা। ও নন্দ, বাবা এতো ক্রমে ভারি গোল বাঁধলো দেখছি, যেন ভাগাড়ে শুকুনি পড়েছে, তুমি আমার হয়ে মিস্ত্রী সাহেবকে দুটো কথা বল, তোমার কথা থাকবে, তোমাকে মনে মনে একটু ভয় করেন তা আমি জানি ; দেখ এ মাসের মাইনে পেলে তোমায় আমি দুটো টাকা দেব, বল বাবা বল, দুকথা জোর করে বল।

নন্দু। আচ্ছা তিনটী টাকা দিও তোমার চাকরী হামি রাখিয়ে দিচ্ছে। মিস্ত্রীজী, গদাই বাবুকে ছাড়িও না, পুরাণ লোক আছে

কাম কাজ সব বুঝে লেছে, নজর তৈয়ারি হয়েছে, পাঁও দেখলে জুতোর মাপ আঁন্দাজ কোরতে পারে, হামার হাতে কাজ থাকলে খরিদ্দারকে আপনি জুতা পিনিহে দিতে পারে, নয়া লোক আসলে বড়া গোলমাল হোবে, নয়তুন বাবু লিয়ে হামি কাম করতে পারবে না, গদাই বাবুসে হামসে বনিয়ে গেছে।

কাণ। আচ্ছা নন্দু এবার তুমি যখন সুপারিশ কোরছে, তখন হামি তোমার কথা রাখলে, লেকেন আজকে দেরিকা জন্যে এক টাকা জরিমানা হলো, যাও বাবুলোক সব ছুটি করো, এ দফে হামি গদাই বাবুকে মাফ কোল্লে।

১ম উ। জানি আজ যখন জীব্‌নের মুখ দেখে বেরিয়েছি তখনই জেনেছি; অদৃষ্ট—অদৃষ্ট।

ব্রাহ্মণ। সর্ব্বনাশ হোক, সর্ব্বনাশ হোক, তুই ব্যাটা কোথাকার কায়েত? ব্রাহ্মণ ছেলের জন্যে চাকরীটে চাইলে, তুই ছেড়ে দিতে পাল্লিনে দূর দূর! বেল্লিক ব্যাটা, আমার টাকার দরকারটা বুঝলিনে, সংসারের খরচ কত জানিস, এখন আর চাল কলায় ভট্‌চায্যি বামুণের চলে না, কনিষ্ঠি পুত্রটীর জ্বর হয়েছে, ডাক্তারের হুকুম, এই দ্যাখ ব্যাটা, এক বাক্‌স বিষ্টেকুট কিনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, মনে করিসনে ব্যাটা যে এ বিষ্টেকুট খেলে জাত যাবে, এ হিঁদুর হাতের তৈয়েরি, কে, সি, বোস কোম্পানির বিষ্টেকুট; শ্রীবিষ্ণু!—বিষকুট্‌কুট্‌, এসব খরচ যোগাব কোথা থেকেরে ব্যাটা পাষণ্ড, আমায় নিরাশ কল্লি তেরাত্রের মধ্যে তোর চাকরী যাবে—যাবে—যাবে!

[ব্রাহ্মণ ও কেরাণীগণের প্রস্থান।

কাণ। লেও নন্দু কাম করো, ডিপ্‌টী বাবুর জুতী আজ সাম্‌কো

ভেজতেই হোবে, দর্‌তোবাবু বিল কয়ঠো জলদি লিখে লাও, ফিন্‌ তোমাকে জেটীতে যেতে হোবে, বিলাতি চামড়ী আজ খালাশ করনা চাহি। আর বাচুয়াকে কেমন পড়াচ্ছ গো, চারটা কেতাব ছিঁড়লো, লেকেন সব হরফ না চিনলো, আজ হামি সকাল সকাল পেঠিয়ে দিবে, ভালা কোরে পড়াইও, এবার কেতাব ছিঁড়লে তোমার তলব কেটে কিনে দেবে।

[কাণফুঁড়ীর প্রস্থান।

নন্দু। এ গদাই বাবু, হামাকে কিছু ইংরাজী পড়াবে? ঝণ্টু অণ্টু সবাইকে ইংরেজী পড়াও, হামার ইচ্ছে হইছে; হামলোক চাকরী কোরবে না, কেরাণী হোবে না, লেকিন দুটো ইংরেজী পড়লে, ইয়েস নো বুলি বোল্লে, ভদ্দোর হোয়ে যাবে, আর কেউ চামার বোলবে না, বাবু বোলবে।

গদা। তা তোরা যে শিখছিলি শিখতে শিখতে ছেড়ে দিলি কেন? বই পোড়ে এখন কতকালে বাবু হবি? আমি মুখে মুখে তোদের কত ইংরেজী কথা শিখিয়েছিলেম সব ভুলে গেচিস?

নন্দু। ভুলবে কেন? ওসব ঠিক ইয়াদ আছে, শুনবে— বোলত ভাই, গদাই বাবুকে সব শুনায়ে দে ইংরাজী।

সকলে।— (গীত)

হো হো হো সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্‌।
হাতকো বোলে হ্যাণ্ড, পেটকো বোলে বেলি,
আউর নাক্‌কো বোলে নুজ্‌।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্‌॥

চাউলকো রাইস কোলে, প্যাডিকো ধান,
আউর হস্ক্ মানে তুঁষ্।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্॥
রোটীকো ব্রেড কহে, স্তিকো থ্রেড,
স্করুয়াকো কহে যূষ্।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্॥
চোরকো মানে থিফ্, ঠক্‌কো মানে চিট্,
আউর ব্রাইবকো কহে ঘুস্।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্॥
ফাদার বাবা, লেদার চাম,
জুতি জানো সুজ্।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইডেন গার্ডেন।

যাদব ও রাধানাথ।

যাদব। তোমার কি হে মাস গেলে তিন চারশ টাকা উপায় কচ্ছো, কিছু করেও নিয়েছ, তুমি বলবে না কেন; আবার তা'র উপর গবর্ণমেণ্টকে চাবি তালা সপ্লাই কর্ব্বার কনট্রাক্ট পাবার ভরসা বোধ হয় আছে, তা'ই এখন ইংরেজ ভক্ত হয়ে পড়েছ।

খরচের রেট, দম্পতি মিলনের বয়সের বাঁধাবাঁধি, ঠাকুরবাড়ীর পূজার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে; দিন কতক বাদে দেখছি গবর্ণমেণ্টকে বাড়ী বাড়ী রাঁধা ভাত পর্য্যন্ত পাঠাবার জন্য দরখাস্ত করা হবে; তা হলে স্বাধীন-তাটা রক্ষা করা হবে কি রকম? ইংরেজদের বলা হবে কি যে তোমরা আগে পিছে ঢাল তলোয়ার খিঁচতে থাক, আমাদের গায়ে মাছিটী না বসতে পারে, আমরা আহারাদির পর একটু নিদ্রা দিয়ে উঠে তামাক টামাক খেয়ে খানিক বা লেকচার দিলেম, খানিক বা রাজ্য শাসনটা করে নিলেম।

যাদব। লোহা পিটে পিটে ক্রমে কামারের বুদ্ধি আরও মোলায়েম হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তাই ঠাট্টা কচ্ছো। কলেজ ডেজ্ কি ভুলে গেলে—তুমি লেকচার দিতে না?

রাধা। দুশ বার ঝকমারি করেছি, তার জন্য তুমি আমার কাণটী ধরে দুগালে দুই থাবড়া লাগিয়ে দিতে পার, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জঠরানলের মতন গুরুমশাই আর পৃথিবীতে নেই, আপীসের চাপরাসীর দাঁত খিচুনিতে আর বালা-মের বাজার দেখে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, ভলম্ ভলম্ মিল স্পেন্সর পড়ে আর ট্রীগ্‌নমেট্রি কসে তার আধ কড়াও হয়নি, নিজে তো পাসের চাপরাস বেঁধে এ্যাপ্লিকেসন বগলে সপ্লিকেসন করে করে হায়রাণ হলেম, তারপর একবার ভাবলেম মহম্মদ-অব-গিজনীর চৌদ্দপুরুষের নাম ঢের মুখস্থ করেছি, একবার নিজের বংশের ইতিহাসের পাতাটা উল্‌টুই না কেন; দেখলুম যাকে তুমি হাতুড়ী পেটা বলছিলে, প্রপিতামহ পর্য্যন্ত তার দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছেন, এই কলকেতাতেই বেশ কাজ কারবার

ছিল দেশেও একটু জমী জিরেত চাষ আবাদ ছিল, ঐ হাতুড়ীর জোরে বাড়ীতে দুর্গোৎসব অতিথি সেবা পর্য্যন্ত হতো, স্বজাতের ভিতর একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, কারুর বাড়ী কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হ'লে হাজার নিমন্ত্রিত লোক অপেক্ষায় থাকতো, কার সাধ্য জগৎ-কামার (আমার প্রপিতামহ) যতক্ষণ না দোবজা কাঁধে চটি জুতো ঠ্যাঙ্গোস ঠ্যাঙ্গোস কর্ত্তে কর্ত্তে উপস্থিত হন ততক্ষণ খেতে বসে।—তা'র পর ঠাকুরদাদা মহাশয় যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী পড়ে সাহেবের চাকরী কর্ত্তে ঢোকেন, আমাদের বংশে তিনিই প্রথম "ভদ্রলোক" অর্থাৎ তাঁর আমলেই চাষ বাস দুর্গোৎসব অতিথি-সেবা এইগুলি বন্ধ হয়ে গাড়ী ঘোড়া চাকর বাকর কাপড় চোপড়ের ধুম বাড়ে। বাবাও উকীলের বাড়ী ঢুকে "ভদ্র" চাল বজায় রাখবার জন্য প্রথমেই নিজের ভদ্রাসনখানি বাঁধা দেবার লেখাপড়ার সুসুবিধা করেন; কাকারাও সব "ভদ্র" কামিজ গায়ে দিয়ে বাবার ভাত খান; বড়দা মেজদাও কম "ভদ্র" লোক নন মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ী আসেন না। তা'র পর আমি বংশের প্রথম "পাস" "ভদ্রতার" মাত্রা কিছু বেশী, একদিন ক্রিকেট্ ক্লবের এ্যানিভার-সারি স্পোর্টস্এর চাঁদা দিতে হবে দশটী টাকার নেহাৎ প্রয়োজন, মা'র বাক্স ভেঙ্গে তল্লাস করা ভিন্ন ষ্ট্রেট্ফরওয়ার্ড উপায় আর কিছু নেই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখি যে কল খানা ভারি খারাপ কোন চাবিই লাগে না, উদ্যম ভঙ্গ হই হই এমন সময় হঠাৎ মনে স্পর্দ্ধা হ'ল যে কি আমি "কামারের ছেলে" একটা কল খুলতে পার্ব্ব না? তখনই একটা ছিঁচকে দুমড়ে দামড়ে এক রকম করে নিয়ে ঝড়াকৃসে বাক্সটা খুলে ফেল্লেম; বড়ই আহ্লাদ হ'ল যে হাঁ যথার্থ কামারের ছেলে বটে! নিজের বরাতেও জেল নেই

ছেলেপুলেগুলোর বরাতেও উপবাস ক'রে মরা নাই, তা'ই সেই সঙ্গে সঙ্গে এইটে মনে এল, যে ভাল, কামারের ছেলে বলে দাপট ক'রে কল তো ভাঙ্গলেম তা ভাঙ্গাভাঙ্গি না করে এই দাপটে কল গড়ি না কেন? জেতের বিদ্যা চুরিতে না খাটিয়ে রোজগারে খাটাই না কেন? তা'র পর তা'ই থেকে তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে যা হোক দুমুটো এনে খাচ্ছি, বাড়ীখানি খালাস হয়েছে আবার জগদম্বা যদি কৃপা করেন তা'হ'লে আসছে বছর মা'কে আনবার ইচ্ছা আছে। তা'র পর সেই "ভদ্রআনার" গড়াগড়ির সময় স্বজাতের ভিতর দু দশ জন যারা মুখ টিপে টিপে হাসতো তা'দের ছেলে-পুলেরাও আমার কারখানা থেকে দুপয়সা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। এই—গ্রামার ছেড়ে হামার ধরেই ভাই আমার সাম্য ভাব গিয়ে গ্রাম্য ভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি; ভদ্র লোক হয়ে সাহেবের উমেদারী কর্ত্তে গিয়ে তাঁর দরওয়ান চাপরাসীর খিচুনি খেয়ে এসেছি, এখন ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে নিজেও দু পাঁচজন দরওয়ান চাপরাসী রেখেছি, আর সময়ে সময়ে এক আধটা সাহেবও আমার কারখানায় চাকরী পাবার জন্য দরখাস্ত কর্ত্তে আসে। দেখে শুনে আর ভুগে আমার তো ভাই বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে আমাদের এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাত ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া।

যাদব। জাত ব্যবসা কি—ব্যবসার আবার জাত কি? যার যা ইচ্ছে সে সেই ব্যবসা কর্ত্তে পারে।

রাধা। পার্ব্বেনা কেন? হাত আছে পা আছে পারে না কি আমি বলছি; কিন্তু কি জান ভাই মনটা কিছু লাফানে ধাতের হয়ে পড়ে; কেদারায় বসে টানাপাখার হাওয়া খেয়ে কলম

পেষা বেশ লেফাফা দুরস্ত, বাইরে থেকে খুব জমকাল, মেহন্নতও কম, সেই জন্য সবাই লাফিয়ে তা'ই ধর্ত্তে চায়, কিন্তু জেতের কড়াকড়টী যদি ঠিক বজায় থাকতো তা'হ'লে আর এটা হ'তে পারত না। সব ব্যবসার সব কাজের একটা হিসেব মত ভাগাভাগি থাকতো।

যাদব। এ কত বড় পক্ষপাত দেখদেখি, যার একপুরুষ ছুতোরগিরি করেছে তা'র বংশে বরাবরই সকলকে ছুতোরগিরি কর্ত্তে হবে? কারুর যদি উন্নতি কর্ত্তে ইচ্ছা হয় সে পার্ব্বেনা? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমাদের দেশে এখন কায়েত বামুণ ছাড়া অন্য জাত থেকে কত বড় বড় লেখাপড়াওয়ালা লোক হয়েছেন, তাঁ'দের দ্বারা দেশের কত উপকার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তাঁ'রা যদি মূর্খ হয়ে নিজের জাত ব্যবসা কর্ত্তেন তা'হ'লে কি হতো?

রাধা। কিন্তু একটী ছুতোর ডাক্তার, একটী ধোপা উকীল, একটী নাপিত এডিটারের জায়গায় কত ভরদ্বাজ কশ্যপের বংশধর ব্রাহ্মণ পাঁউরুটীওয়ালা হয়েছে বল দেখি? কত আচার-বিনয়-বিদ্যাদি গুণ-সম্পন্ন কায়স্থের সন্তান এখন কমলানেবু বরফের কুল্পী মাথায় করে বেড়াচ্ছে বল দেখি? আর মূর্খ পণ্ডিতের কথা কি বলছো? কেতাব-পড়া—তা কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম পুস্তক ছাড়া অন্য জ্ঞান উপার্জ্জন কর্ত্তে কোন জাতিরই নিষেধ ছিল না, কিন্তু লেখাপড়া কল্লেই যে জাত বব্যবসা ছাড়তে হবে তার মানে কি? এই যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায় যে পরিশ্রম ও যে মনোযোগের বলে তুমি সায়েন্সে এম, এ, পাস করেছ, সেই বুদ্ধি সেই অধ্যবসায় সেই মনোযোগ সেই পরিশ্রম যদি তোমার

জাতীয় ব্যবসায় কৃষি কর্ম্মে প্রয়োগ কর, তা'হ'লে তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, দেশের, কত উন্নতি কত উপকার কর্ত্তে পার বল দেখি ?

যাদব। তা'তো আমি রাজি আছি, জয়েণ্টষ্টক্ প্রিন্‌সিপলে একটা এগ্রিকলচারল্ কোম্পানী করবার চেষ্টাও আমি কচ্ছি, কিন্তু সমস্ত দেশের লোক এখনও তেমন উন্নত হয়নি তেমন এন্‌লাইটেণ্ড হয়নি আমি এনকরেজমেণ্ট্ পাচ্ছি কৈ ?

রাধা। ঐ দেখ ভাই, লিমিটেড কোম্পানী কর্ব্বে, ডাই-রেক্টার হবে, সেক্রেটারি হবে, ঐ ঘুরে ফিরে সেই কেরাণীগিরি; কাগজ কলমে ক্যালকুলেশন্ কসে রিপোর্ট লিখে যতটুকু কৃষি কর্ম্ম হয় তাতে রাজী, নয় বড় জোর সোলা-হ্যাট মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একবার মাঠ তদারক করে আসবে—কেরাণীগিরি + প্লস্ সাহেবি—তা তোমার দোষ কি ১৯।২০ বৎসর অভ্যাস করে যা শিক্ষালাভ করেছ তা'তো কর্ত্তে যাবেই। লেখাপড়া শিখতে একটু মাথার খাটুনি হয় বটে, কিন্তু শরীরের একটু আয়েস, একটু বাবুগিরি অভ্যাস হয়ে যায়। এই দেখনা গবর্ণমেণ্টের খর-চায় বা অন্যরকমে যে ক'জন বাঙ্গালী বিলাত থেকে চাষ বাস শিখে এসেছেন তাঁ'দের মধ্যে কেউ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটগিরি, কেউ স্কুলমাষ্টারি, কেউ বা চাষের রিপোর্ট লেখা চাকরী কচ্ছেন, কিন্তু নিজের একাউণ্টে চাষ আবাদ করবার প্রবৃত্তি কা'রই হয়নি; আর হবেই বা কি রকম করে, একটা বড় ইংরাজী রকম ক্ষেত খামার না হ'লে তো আর তাঁরা হাত দিতে পার্ব্বেন না, (বোধ হয় তার মূলধনও নেই), এর কারণ কি ? বিলেতে এগ্রিকলচারল্ কেমিষ্ট্রী, ভেটরিনারি, বুককিপিং, ফারমিং, ষ্টিম-প্লাউয়িং ইত্যাদি

ইত্যাদি অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে; কিন্তু লাঙ্গল ধরা, গোরুর লেজ মলা, রোদ জল খাওয়া, চাষার সঙ্গে বসা, ধুলো মাখা এই সব আবশ্যকীয় বিষয়গুলি শেখা হয়নি, সেটী শিখতে গেলে বালক কাল থেকে অভ্যাস কর্ত্তে হয়, ছেলেবেলা থেকে ঐ সব কর্ত্তে কর্ত্তে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে ক্রমে ওতে শরীরও খারাপ হয় না আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে সুখটুকু যে মানটুকু যে গর্ব্বটুকু লুকান আছে সেটীর উপর দৃষ্টি পড়ে, তা'ই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটি মেখে ধানের বোঝা মাথায় করে, গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়; আর তোমার হেডক্লার্ক বাবু চাপকান পরে ট্রামচড়ে, একেবারে দুনিয়ার উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন।

যাদব। ও তুমি সব কি বলছ আমি বুঝতে পারিনে, মাটিমাখা আবার শিখব কি?

রাধা। এই যেমন কালিমাখা শিখেছ। দেখতে পাওনা ম্যাডিকেল কলেজে পাঁচ বচ্ছর রক্ত পূঁযে ঘৃণা ছাড়তে শিখে তবে সার্জ্জারি কর্ত্তে বেরুতে হয়। অভ্যাস বড় জিনিষ, অভ্যাসে শুধু শরীর নয় মনও বশ হয়। হেসনা, এটা ছোট কথা বটে কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য বলি, যে মেথর, সহরের ময়লা মাথায় করে বেড়ায়, একটা সদ্য মরা ইঁদুর তা'কে ফেলে দিতে বল্লে সে ছোঁয়না, তা'তে তা'র জাত যাবে মান যাবে,—সে মুদ্দফরাসের কাজ। যে কসাই বড় বড় "কত কি" সব হাস্‌তে হাস্‌তে সচ্ছন্দে কাটে, একটা মাছি মারতেও তা'র কষ্ট হয়। সুখ দুঃখ, ক্লেশ আরাম, সহ্য অসহ্য, মান অপমান, এ সকলেরই বোধাবোধ কেবল অভ্যাস ও সংস্রব গুণে। এই জন্য সেকেলে ঋষিরা শ্রমজীবিদের পক্ষে হায়ার-এডুকেসন

নিষেধ করে গেছেন; তাঁ'রা জানতেন, যেমন একালে দেখা যায়, গাউন পরে কন্‌ভোকেসনে গিয়ে লাট সাহেবের হাত থেকে বিএ, এমে, ডিগ্রি আনার পর র‍্যাঁদা বাটালি নিয়ে বাবুরা বাক্স গড়তে পারেনা; তেমনি সেকালে সাঙ্খ্য পাতঞ্জল পড়ে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন জয় করে এসেও কেউ তাঁত বুনতে বসতে পার্ব্বে না।

যাদব। কিন্তু তা'তেও তোমার (হেরিডিটারি) বংশগত জাতি ভেদের থিওরি বজায় থাকছে না। যে ছেলেকে টেক্‌নিক্যাল এডুকেসন দেবার ইচ্ছে হ'বে, তাঁ'কে একটু ছেলে বেলা থেকে হাতে হেতেড়ে কাজ শিখতে দিলেই হ'ল।

রাধা। কা'র কাছে শিখতে দেবে? হারাণ ডেপুটীর ছেলে পরাণ কুমোরের কাছে বসে হাঁড়ী গড়্‌তে শিখতে কি সহজে চাবে? গবর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল কচ্ছে না বলে চট্‌ছো দুঃখ কচ্ছো, কিন্তু তোমার সেই "হম্‌বগ্" ঋষিগুলো কি গ্রাণ্ড পারমানেণ্ট ভলেণ্টারি টেক্‌নিক্যাল স্কুলের বন্দোবস্ত করে গেছেন বল দেখি? Each caste was a special school for a particular industry, এক এক জাত এক এক একটা স্কুল, এক এক কারিকরের ঘর এক একটা ওয়ার্কসপ। ছুতার "জাত", কাঠের কাজ শেখবার একটা পার্ম্মেনেণ্ট স্কুল, লোহার কাজ শেখবার স্কুল কামার "জাত", এদেশে চাষার কাজটা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন, চাষের কাজের ফিল্ড খুব একস্‌টেনসিভ, এই জন্য চাষের কাজ শেখবার জন্য একটা নয় চার পাঁচটা স্পেস্যাল জাত আছে, আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ ছাড়া চাষ করবার জন্য যেন একটু exofficio প্রিভিলেজ্ আছে। সেই ঋষিদের হম্‌বগ্ বলতে লজ্জা করে না? কি জ্ঞান! কি দূরদৃষ্টি! কত

বড় উদ্ভাবনা শক্তি দেখদেখি, বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে অতবড় ইণ্টারেষ্টেড্ গুরুমশায় আর কোথায় খুঁজলে পাবে? আর যে বাপ পৃথিবীতে সবার উপর মান্য, তিনি যে কাজ করেন, তাঁ'র কাছে থেকে সেই কাজের স্নেহমাখা শিক্ষা পেতে সন্তানের সহজেই আমোদ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি হবে। বুড়ো বামুণরা তো আর জান্‌ত না, যে কালে বাপকে ড্যাম ফুল বলা বিদ্যাদিগ্‌জ সব জন্মাবে? বাপকে ছোট লোক বলে নিজে ভদ্রলোক হ'তে যাবে? তা'র উপর হেরিডিটী—বাপের গুণ ছেলেতে বর্ত্তায়, বাপের প্রবৃত্তি ছেলেতে জন্মায়, একথা তোমার ইংরেজেও স্বীকার করে। ছেলের instinct inclinationএর জন্য একাউণ্ট ফর্ কর্ত্তে হ'লে বরং আমাদের পূর্ব্বজন্ম জাত-নক্ষত্র এগুলো ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু ইংরেজ টিংরেজের হেরিডিটী বা বংশ-লক্ষণ ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

যাদব। কিন্তু যাই বল আর যাই কও ভাল রকম এডুকেসন না পেলে কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না।

রাধা। কে বলেছে যে এডুকেসন চাই না, আর কেইবা তোমায় বল্লে এডুকেসন মানে বই পড়া। এই ঘানি চরকা তাঁত টাঁতগুলো এদেশে গোড়ায় বেদব্যাস শুকদেবও তৈয়ের করেননি, আর যখন তৈয়েরি হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মায়ওনি। যে অনক্ষর কারিকর প্রথম চরকা তৈয়ের করেছিল, তা'র মাথা যে বিলাতি স্পিনারি তৈয়ের করেছিল তা'র চেয়ে কম্‌তি ঠাওরাও নাকি?—কুমোর তো হাঁড়ী গড়ে, মাটি গড়েছেন জগদীশ্বর—একটা গোড়া পেলে তা'র উপর অনেকে ফ্যালাও কর্ত্তে পারে। আর রসো হালফিলই দেখ, তোমার এখনকার ইন্‌ভেন্‌সনের

রাজা তো এডিসন, কলেজ ইউনিভারসিটি চুলোয় যাক, তিনি যে স্কুলেও বড় বেশী ডিক্টেসন্ লিখেছেন তা'রও এমন কিছু বেশী নজীর নাই। বুক্-এডুকেসন্ যে দরকার নাই তা আমি বলছি না। ডিগনিটী অফ্ লেবার যদি এপ্রিসিয়েট করা যায়, শারীরিক পরিশ্রমের সম্মান রেখে মিস্ত্রী কারিকর কৃষককে যদি আমরা আদর করে আমাদের সংসর্গে আসতে দিই তা'হ'লে আমাদের সঙ্গে মেশবার জন্য তা'দের ভিতর অনেকে নিশ্চয়ই অবসর মত লেখা পড়া শেখে। এই যে সব এখানকার বড় বড় সাহেব মার্চ্চ্যাণ্ট দেখতে পাও এদের ভিতর অনেকেই ১৩।১৪ বৎসরের সময় এপ্রেণ্টিস ঢুকেছেন, সমস্ত দিন কাউণ্টারে জোতা থেকেও এঁরা বয়সকালে চেম্বার অফ্ দি কমার্সের প্রেসিডেণ্ট হ'বার, সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনারে বক্তৃতা দেবার উপযুক্ত হন। তা'র পর আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার, যাকে মাস্ এডুকেসন বল তা'র আর একটী সহজ উপায় আছে; বার মাসে তের পার্ব্বণ, বার ব্রত, পাঠ কথকতা যাত্রা আমোদ ইত্যাদি সবই এডুকেটিং, সব থেকেই শিক্ষা পাওয়া যায়; আবার এই বঙ্গদেশে কাশীরাম, কীর্ত্তিবাস যা দুখানি অমূল্য বই লিখে গেছেন তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত কচ্ছে;—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

এই দুটী ছত্রে ইতর ভদ্র স্ত্রী পুরুষ সকলকেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি দিচ্ছে তা তোমার জর্ম্মাণ পুলিসের ঠাকুদ্দাদাও এ জন্মে পার্ব্বে না। কি কথায় বার্ত্তায়, কি ধর্ম্মভাবে, কি আচার ব্যবহারে, আমাদের দেশের সামান্য সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত,

এমন আর কোন দেশে নাই। ইতর লোকের অবস্থা হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়; যেমন কিউ-গার্ডেন দেখে ইংলণ্ডকে উর্ব্বরা দেশ বলা যায় না, পল্লীগ্রামের পড়ো জমি দেখতে হবে; তেমনি বিলেতের ভদ্র সাহেবদের দেখেই বিলে-তকে একেবারে সভ্য ভূমির আদর্শ বল্লে হবে না; ইংলণ্ডের ইতর লোককে দেখলেই বুঝতে পার্ব্বে যে বিলেত হাড়ে টক।

যাদব। তবে তুমি এখন কি কর্ত্তে চাও? এক রকম তো সব ভেঙ্গে চূরে গেছে আপাততঃ উপায় কি?

রাধা। আলাদীনের প্রদীপ ঘষার মতন তড়ি ঘড়ি কিছু হ'বার যো নেই। সেই দ্রোণাচার্য্য প্রথম যে দিন ধর্ম্মের জন্য বেদাধ্যয়ন ছেড়ে স্বার্থের জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করেছিলেন, সেইদিন থেকেই আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে, অনেকদিনে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; প্রথমে রবিশ্ সাফ কর্ত্তে হ'বে, তা'র পর আস্তে আস্তে অনেকদিনে গড়তে হবে, ভাঙ্গবার চেয়ে গড়তে বেশী সময় লাগে তা তো জান? আমাদের উন্নতি কর্ত্তে হ'লে তোমরা যাকে পেছনো মনে কর সেই পেছুতে হবে; সাহেবি ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্ত্তে যতই চেষ্টা করবে ততই অধঃপাতে যাবে; হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ। আশ্চর্য্য এক এনোমেলি দেখি, যে পাছে সাহেবরা আমাদের অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার এবরিজিনিদের মত মনে করেন বলে প্রতি কথায় আমরা তাঁদের সামনে গর্ব্ব করি যে আমরা পুরাতন আর্য্য জাতির বংশ; আমাদের ব্যাস ছিল, বাল্মীক ছিল; ভীম ছিল, অর্জ্জুন ছিল; আয়ুর্ব্বেদ ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা ছিল; ভাস্কর কার্য্যের উদাহরণে উড়িষ্যার মন্দির দেখাই,

শিল্পের জন্য ঢাকা মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে সভ্যজাতির প্রিভিলেজ ডিম্যাণ্ড করি, কিন্তু আপনাদের নিজের কাজের বেলায় সে সমস্তই ইগ্‌নোর করি, শাস্ত্রগুলো আরেবিয়ান নাইটের গল্প মনে করি; সাহেবঃ স্মরণং বিনা গতিরন্যথা জেনে বসে থাকি।

যাদব। তবে কি আবার সব কেঁচে গণ্ডুষ করে এই লেখা পড়া ভুলে যে যার জাত ব্যবসা ধর্ত্তে হবে?

রাধা। যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। কাজ ভাগাভাগি করে নিতেই হবে, শরীর খাটাতেই হবে; তবে আজ বা ভট্‌চার্য্যি মশায়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কর্ত্তে বসুক, আমার ছেলে অন্নের অভাবে বিহারীলাল কর্ম্মকার নাম বদলে বিহারানন্দ স্বামী হয়ে গেরুয়া পরে ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে বেরিয়ে যান; এই রকম পোড়া-ধরা-খিচুড়ি চলতেই থাকবে। কিন্তু বংশগত জাতি ভেদের বন্দোবস্ত ভারি পাকা, ভারি কায়েমি, এই জাতি ভেদই সাম্য, সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে আমারও ঘটী আছে নয়, তোমার না হয় ঘটী আছে আমার না হয় বাটি আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে জোড় হাত করে দাঁড়াতে হ'বে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হ'তেই হ'বে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে; আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূর-পুচ্ছ পরেন তবে আমি শ্রীদাঁড়কাকচন্দ্র রায় তাঁ'কে একটু ঠোক-রাব। কেন তিনি দুটো রংচঙে পাখার লালচ করেন? ঐ কাল

রূপেই তাঁ'র আদর কত—কত দরকার! এই কলকেতা সহরেই একদিন কাক না থাকলে মিউনিসিপালিটীকে মাথা চাপড়ে পাগল হ'তে হয়, পাড়াগাঁয়ে তো কাক আছে বলেই কন্সার-ভেন্সি টেক্স দিতে হয় না; আর ময়ূরের তো সংসারে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন দেখিনা, তা'র পর আওয়াজের কথা ধোর্ত্তে গেলে কাল কাক তো তাঁর কাছে নাইটেঙ্গেল, পালকের ঝলক না থাকলে সংসারে তাঁ'কে চায় কে—মাদী ময়ূর কে পোষে! মদ্দারামও যে কদিন কুরুচ ফেলেন সে কদিন তাঁ'র পানে কেউ ফিরেও দেখেনা। এই ভেদাভেদই সাম্য, এই গুণের তারতম্য ভেদাভেদ করেই জগদীশ্বর সৃষ্টির সাম্য রক্ষা করেছেন। এটী বেশ মনে রেখ মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই আর পুরুষেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।

যাদব। তোমার কথায় যে দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে হে।

রাধা। এই বেলা নেশার ঝোঁকে ঝাঁ করে লেগে যাও, জুড়ুতে দিওনা—যাও।

যাদব। তবে—আর দুএকটা—কথা—আছে—

রাধা। আর এখানে দাঁড়িয়ে মাথা ধরান যায় না। কথা কইলে ঢের কথা আছে, একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেড়াতে কারখানার দিকে যেও যত বকাতে পার তোমার সঙ্গে বকবো তখন। বরং একটু আগে বলে পাঠাও যদি তিনকড়ি মামাকেও খবর দিয়ে আনিয়ে রাখব সে বুড়ো আবার আমার আট গুণ বক্তা, তাঁ'র হাতে আর ছাড়ান ছিড়েন নেই।

যাদব। হাঁ হাঁ হাঁ, বুড়োকে কদিন দেখিনি যে?

রাধা। জান তো বুড়ো চিরকালই একটু লোক জন ভাল-বাসে, এই বড়দিন উপলক্ষে বিস্তর ভদ্র লোকের পায়ের ধূল তাঁ'র ওখানে পড়বে, জন কতক বিদেশী বড় বড় লোকও আসবার কথা আছে, তাঁ'দের অভ্যর্থনা আমোদ টামোদ দেবার জন্য বুড়ো ভারি ব্যস্ত তাঁ'র মাথার ঠিক নেই। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

গোলাঝাড়ুনীগণ।

(গীত)

ঝাড়বনাকো ঝাড়া আর,
(আমরা) ভাসিয়ে দেব কুলো।
ইঞ্জিরিতে হয়েছে হুজুর আমাদের ভুলো॥
ভুলোর তিন তিনটে পাশ,
দেশে তুলে দেব চায,
কোন শালী আর বুনতে দেবে
ধান সরষে তিসি তামাক তূলো॥
হবে উকীল সামলা দেবে মগজে,
ভুলো খবর লিখবে কাগজে,
মুচ্ছুদ্দী হ'য়ে দেখনা কবে—রেখে দাসী চাকর—
ভুলো ছাপোর খাটে শুলো॥

ভুলো পেটে, গতর খেটে, গড়িয়েছিনু দানা,
ভুলো আমার পয়া,—
ভুলুবাবুর রোজগার হ'লে করবো কাশী গয়া,—
নাড়বে হাঁড়ী বামুণী রাঁড়ী,
আমরা ছোঁবনাকো চুলো ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিমতলা স্নানের ঘাট।

কায়েত-গিন্নী ও বামুণ-গিন্নী।

কা-গি। দিদিকে আজ ক'দিন যে ঘাটে দেখিনে ?

বা-গি। আর বোন ক'দিন এখানে ছিলাম না। সেই হুগলী ষ্টিসেনে নেবে হেঁটে গিয়ে সন্ধ্যার পর পৌছুতে হয়, গাজির-গাঁ বলে এক গ্রাম আছে সেইখানে গিয়েছিলাম।

কা-গি। কেন দিদি সেখানে কেন ?

বা-গি। আর কেন বোন, পেটের জন্য কি আর জাত জন্ম রইল! ইনি তো কিছুই রেখে যাননি, যা সোণা রত্তি রূপো রত্তি একটু লুকিয়ে রেখেছিলাম তা'ই বেচে কিনে কষ্টেশ্রেষ্টে ছেলেটাকে মানুষ কল্লেম ; ছেলেও আমার লক্ষী, বাছা আলুভাতে ভাত খেয়ে, পরের খোসামোদ করে পড়া বলে নিয়ে, দুটো পাশ

পর্য্যন্ত দিলে ; তা আমার আর পড়াবারও সাধ্যি নেই, আর দু-পয়সা না আনলে সংসারও চালাতে পারিনে ; এই দেড়টী বচ্ছর এর দোর ওর দোর করে বেড়াচ্ছে তা একটী কর্ম্ম আর লাগছে না। আমার বাপের বাড়ীতে ছেলেবেলা যে নাপতিনি কাজ করতো শুনলেম তা'র ছেলে নাকি এখন কোথাকার জজ হয়েছে তা পাঁচজনে বল্লে যে এইবেলা সে ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে, এক-কালে তোমার বাপের বাড়ীর অনেক খেয়েছে পরেছে তা'কে গিয়ে ধর, ঐ যে গাঁয়ের নাম কল্লেম সেইখানেই সে নতুন বাড়ী করেছে তা'কে ধল্লে ধরণীর একটা হিল্লে লেগে যেতে পারে ; কি করি বোন একদিন যা'কে আলতা পরাতে পা বাড়িয়ে দিয়েছি পেটের দায়ে তা'রই খোসামোদ করতে গিয়েছিলেম।

কা-গি। তা কিছু হ'ল ? কিছু করে আসতে পাল্লে ?

বা-গি। আর বোন সে কথা আর কি বলবো, গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আর কেমন করে মিছে কথা কই ; আমি কি অত শত জানি শাদাসিদে মানুষ, আগে যেমন ডাকতুম গিয়ে তেমনি নাপতে-বৌ বলে ডাকতেই দুমাগী দাসী তো খালি আমায় মারতে বাকি রাখলে, আর একটা গহনা গাঁটী পরা ছুঁড়ী—শেষ বুঝলেম সেটা ছোঁড়ার বৌ,—সে তো হাঃ হাঃ করে হাসতে আরম্ভ কল্লে, সে হাসি দেখে কে ? হাসতে হাসতে ছুঁড়ী শেষ দাঁত কপাটী মেরে তেউড়ে মেউড়ে পড়লো, ঝী মাগীরা তখন আমায় ছেড়ে জলের ঘটী নিয়ে পাকা নিয়ে বৌয়ের সেবা করতে বসলো, শুন-লেম নাকি ফিট্ না ফাট্ হয়েছে ; পয়সা হ'লে ব্যাটাছেলে তো লম্বা কোঁচা দুলিয়ে ফিট্ ফাট্ হয়, মেয়ে মানুষে ভাতারের পয়সা হ'লে, এই দেখলেম তেউড়ে মেউড়ে ফিট্ ফাট্ হয়। ছোঁড়া সেই

সময় বাড়ীর ভেতর এলো, ওমা দেখি আর সে চেহারা নেই, রং আরও কাল হয়েছে, মস্ত ভুঁড়ি হয়েছে। মাকে নাপতে-বৌ বলে ডেকে বেশ শিক্ষা পেয়েছিলেম, ব্যাটার কাছে সে পুরণো পরিচয় আর তুল্লেমই না, বল্লেম বাছা, তোমাদের ছেলে বেলা যে গাঁয়ে বাড়ী ছিল আমরাও সেই গাঁয়ে থাকতেম, তা ভগবান তোমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন, আর তুমি বরাবরই লক্ষ্মী ছেলে, কত লোককে পুষ্‌ছ, এই রকম বিস্তর খোসামোদ করে বল্লেম, যে আমার ধরণীর একটা উপায় তোমায় করে দিতেই হ'বে, বাছা আমার দুটো পাশ করেছে, কাজ কর্ম্ম যা দেবে তা'ই পারবে। তা প্রথমে তো চিনতেই চায় না, শেষ অনেক সাধ্যি সাধনার পর বল্লে কি না—শুনলে বোন চমকে যাবে, তেজের কথা শুনেছ, বল্লে কি না, যে এখন তো কাজ কর্ম্মের সুবিধে নেই, তবে যদি আমার সঙ্গে থাকে, রাত্রে আমার কাগজ পত্র নকল করবে, দুটী ছেলেকে পড়াবে আর বাসায় রাঁধবে তা'হ'লে আমি পনের টাকা করে মাসে দিতে পারি।

কা-গি। ওমা কি ঘেন্না কি ঘেন্না! তা হোকনা, বড় হয়েছিস হ', কলিকালে তোদেরই দিনকাল পড়েছে, তোদের ঘরে লক্ষ্মী ঢুকবে না তো কি আর কারুর ঘরে ঢুকবে, তা তো ঢুক্‌বেই না; তা বলে কি এত দর্প কত্তে হয়, মুখে না বলিস মনে মনে জানিস তো এককালে এদেরই খেয়ে মানুষ হয়েছিস, তা কর্ম্ম করে দিস না দিস বামুণের মেয়ে তোর বাড়ী ব'য়ে গিয়েছে খপ্ করে মুখের ওপর তা'র ছেলেকে বাসায় রাধুনীগিরি করবার কথা বল্লি! হোক বাপু কলি, সত্যই কি এত ধর্ম্মে সইবে!

বা-গি। ও বোন এখন সব সয়, বাছা যদি আমার পেটে

না জন্মে কোন মুচী মুর্দ্দফরাসের ঘরে জন্মাত তা'হ'লে বোধ হয় দুঃখ ঘুচতো।

কা-গি। আর আমিই বা বলছি কি; রেঁদে ভাত খাওয়ান তো বামুণের কাজ; আমার ছেলেই বা কি কচ্ছে, আমার দাদা-শ্বশুর শুনেছি পঞ্চাশ টাকা মর্য্যাদার কম মৌলিক কায়েতের বাড়ী ভাত খেতেন না, আমাদের পেঁজের বোসেদের ঘরে কথাই ছিল যে ছেলে মুখ্যু হয় দারগাগিরি করে খাবে। আমার প্রিয় তো দুটো পাশের পড়া পর্য্যন্ত পড়ে ছিল, সেই প্রিয় এখন দরজীর দোকান করে বসেছে, ছত্রিস জাতের পা পর্য্যন্ত নিজে হাতে মাপ নিয়ে কাঁচি ধরে কাপড় কাটে, এখন ওটুকুও থাকলে বাঁচি। এই পোড়া ইংরিজি পড়ায় কি আর জাত জন্ম আছে, ছোট বড় বিচার আছে, সবাই যাচ্ছে আপীসে চাকরী কত্তে, কোম্পানি তো আর চাকরী বিইয়ে দিতে পারে না। তা দরজীর ছেলে কেদেরায় বসে কেরাণীগিরি কল্লে কায়েতের ছেলেকে ছুঁচ ধরে দরজীগিরি কত্তে হ'বে বইকি!

বা-গি। চুপ্ কর বোন চুপ্ কর, কে নাইতে আসছে দেখেছিস?

কা-গি। ওমা সত্যি তো কলু-বৌ যে!

বা-গি। ওমা তুই কচ্চিস কি, কলু-বৌ বলিস কাকে? পাঁচ সাত শ বামুণ কায়েতের ছেলে এখন ওর ভাণ্ডারের তাঁবে চাকরী করে।

(কলু-বৌ ও বিশুর-মার প্রবেশ)

কলু-বৌ। বিশুর-মা!

বি-মা। কেন মা!

কলু-বৌ। এই জন্যে গঙ্গা-স্নানে আসতে গা লাগেনা, ঘাটের পথে কাঁকর দেখেছিস, মাগো গোড়-মুড়োটা জলে গেল।

বি-মা। তা মা এটী তোমার নিজেরই দোষ, তুমি মা ভারি দুষ্টু মেয়ে আমার কথা তো শুনবে না, আমি এত বলি যে লোক জন বল, সামিগ্রী পত্তর বল কিছুরই তো অভাব নেই, বলি এই যে অত গুলো বেয়ারা বসে বসে খাচ্ছে কেন গঙ্গা নাইতে যাবার সময় বাবুর বটুকখানা থেকে একখানা বড় কেদারি নিয়ে চলুক না, তুমি মা গাড়ী থেকে নেবে সেই কেদারিতে বসলে, চাকর মিনষেরা ধরাধরি করে তোমায় একাবারে গঙ্গার গভ্যে নাবিয়ে দিক; আর না হয় বাবুকে বল একখানা বড় দেখে বনাত টনাত কিনে এনে দিন গাড়ীর কোল থেকে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত পেতে দিলে তা'র ওপর দিয়ে তুমি চলে যেতে পার; তা তোমার তো নিজের শরীরের ওপর একটু যত্ন নেই, অমন তূলোর মতন পা, চলে যেতে পদ্ম ফোটে, ধূলো কাঁকর মাড়িয়ে চল্লে ও পা আর ক'দিন থাকবে?

কলু-বৌ। বিশুর-মা কিছু করিনে এতেই পোড়া লোকে এত বলছে তা'র ওপর যদি আবার কেদারিতে বসিয়ে বেয়ারায় গঙ্গায় নাবায় তা'হ'লে কি আর আমায় বাঁচতে দেবে।

বি-মা। না—তা দেবে না, পোড়া লোকের তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই খালি আমার মা লক্ষ্মীর ওপর চোক দিচ্চেন। তোদের অদেষ্টে ধন কড়ি হয়নি, তা সে যে ভগবান দেয়নি তা'র সঙ্গে বোঝা পড়া করগে যা, আমার মা জননীর ওপর হিংসে করে মরিস কেন? চোকে চোকে বাছা আমার পাঁকাটিটী হ'য়ে গেছে, আহার একেবারে বন্দ হ'য়ে গেছে।

কলু-বৌ। (ঢেকুর তুলিয়া) হেউ—দেখ্‌দেখি বিশুর-মা কাল রাত্রে তুই জোর করে মুখে তুলে দিয়ে রাব্‌ড়িটুকু খাইয়ে দিলি—আমার পেটে কি ওসব সয়।

কা-গি। (একান্তে) আহা তা বইকি, বাছার আমার শুঁট্‌কি মাচ দিয়ে চিচিঙ্গে খাবার ধাত জোর করে রাব্‌ড়ি মালাই খাওয়ালে সইবে কেন!

কলু-বৌ। হেউ—উঃ—মাগো, রাব্‌ড়ির সঙ্গে পেস্তা ছিল বুঝি? এখনও ঢেকুরের সঙ্গে তা'র গন্ধ বেরুচ্ছে, উঃ পেস্তা গুলো কি দুর্গন্ধি, কেমন করে মানুষে খায়!

কা-গি। (একান্তে) তা বইকি, গন্ধ বলি চোনা গোবরের! খোসবোতে খোসবোতে এক খোরা পান্তা উড়ে যায়।

বি-মা। দেখ মা তোমার বাপ রাজাই হোন আর যাই হোন বাপু ভারি মিথ্যেবাদী, তুমি বেটী মিথ্যুকের মেয়ে। রাব্‌ড়ি খেয়ে অসুখ করেছে বলে আমার দোষ দিচ্চ, আমি দশবার বল্লুম না যে ঐ নাচ্‌পো রত্তি বই রাব্‌ড়ি নয় আর ক-কুড়িই বা লুচি খেয়েছ ওর ওপর ঐটুক্কু খেলে পেটে গিয়ে গোলমাল করবে—

কা-গি। (একান্তে) খালিপেটে পড়ল কিনা!

বি-মা। বল্লুম যদি হজম কত্তে চাও তা ওর সঙ্গে নিদেন সাতটা ফজ্‌লি আঁব খাও, তা তুমি হরগিজ্‌ নাছ্‌টো বই মুখে কল্লে না।

কা-গি। (একান্তে) আমরি! এরা কিছু জানেনা, ওর সঙ্গে কুড়িখানেক কাঁটালকোষ দিতে হয়—

বা-গি। (সহাস্যে) তুই থাম।

কা-গি। হাঁ দিদি, এই গলার কাছে একটু ফাঁক আছে

কিনা সেইখান দিয়ে বাতাস ঢুকে ঢুকে ঢেকুর বার কচ্ছে, কাঁটালকোষে ঐটুকু বুজে গেলে আর কোন গোল থাকতো না।

কলু-বৌ। তা নয় তা নয় বিশুর মা—তবে বলব? না না তুই বকবি বলবো না—

বি-মা। না না বকবো না তুমি বল, এমন পাগল মেয়ে দেখেছ; আহা মা আমার দেবলোক থেকে ছলতে এসেছেন!

কা-গি। (একান্তে) আহা বামুণের মেয়ের কি দুর্গতি গা! পুরণো কাপড়খানা, একটু মশলা দেওয়া তেলটার পিত্যেশে কি খোসামোদ গা!

বি-মা। বল না মা কি বলবে?

কলু-বৌ। কাল বাগানের যে ডালি এসেছিল তা'ই থেকে চারটে চাল্‌তা আর একটা তাল লুকিয়ে রেখেছিলেম। কাঁচা চাল্‌তা নুন দিয়ে আমি ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসি, আর তালের সময় সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীতে আর রান্না হতো না; তোরা শুতে গেলে আমি সেই তাল আর চাল্‌তা ক'টা চুপি চুপি খেয়ে ফেলে ছিলেম।

কা-গি। (অগ্রসর হইয়া) মা তুমি আমায় কৃপা কর! আমি এতকাল তোমারই অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি—মা তুমি আমায় খাও!

কলু-বৌ। কেগা তুমি?

কা-গি। হাঁ মা—তুমি আমায় খাও। সংসারের গতিক দেখে আমার হাড় জর জর হয়েছে, দয়া কর মা আমায় খাও, তুমি অনায়াসে পার!

কলু-বৌ। কেরে এ মাগী?

কা-গি। মা আমি এদ্দিন তা'ই ভাবি যে দেশ শুদ্ধ লোকের অম্বলের ব্যাম কেন? তুমি সবার খিদে হরণ করেছ মা!

কলু-বৌ। মাগী পাগল নাকি ?

কা-গি। না মা। ঐ বিশুর মা যা বলেছে, হয় তুমি ছলতে এসেছ, নয় তোমায় কিসে পেয়ে রেখেছে। কি খিদে মা !! নে মা তোরা পাঁচজনে হাড় জ্বালালি, আর আমার সয়না—নে মা নে আমায় খা মা !

কলু-বৌ। কে তোমরা ?

কা-গি। ইত্তিক জাত মা ইত্তিক জাত, কায়েত বামুণ! আমি কায়েতের মেয়ে, ইনি আবার আমার চেয়ে ছোটলোক বাম্‌ণী ; তা আমায় খেলে তোমার অখাদ্দি হবে না মা, আমার মাথা খাও তুমি ভালর মাথা খাবে।

কলু-বৌ। আমর মাগী কোথাকার ছোটলোক গা ?

কা-গি। এই কলুপাড়ার মা—কায়েত বামুণের মেয়ে মা, আমরা তোমাদের পাড়ায় এক ঘরে !

(ধোপা-বৌ ও রাখালের-মার প্রবেশ)

ধোপা-বৌ। এই গঙ্গা—বেড়ে গঙ্গা ! তোমরা এই গঙ্গাকে ঠাকুর মনে কর, কিন্তু বাবু আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে, যে গঙ্গা ঠাকুর নয় ; ঠাকুর কি, গঙ্গা একটা মানুষই নয়। গঙ্গার হাত পা নাক মুখ চোক মটুক কিছুই নেই। গঙ্গা জল বই আর কিছুই নয়। গঙ্গার আসল নাম হচ্ছে গ্যাঞ্জেস্, বাঙ্গালিরা গ্যাঞ্জেস্ বলতে পারেনা বলে গঙ্গা বলে। ডেভিড্ গ্যাঞ্জেলিস্ বলে একজন পর্টু গিজ সাহেব প্রথম এই নদী এ দেশে আনে, সেই গ্যাঞ্জেলিস্ থেকে নাম হয়েছে গ্যাঞ্জেস্।

রা-মা। আহা দেখেছ বাবু আমাদের কেমন বুদ্ধিমান,

পাছে বাছা আমার ভুলে গঙ্গাকে দেবতা বলে চিনে ফেলে, তাইতে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছে।

কলু-বৌ। ও মা এ আবার কে সেই ধোপানী না? আ মুখে আগুন, উনি আবার গঙ্গাস্নানে এসেছেন নাকি! না এ যে হাওয়া খাওয়ার সাজগোজ দেখছি।

বি-মা। তা মা এখন ছোট লোকেদেরই তো মান বেড়েছে, ধোপানী কলুনী—আমর কি বলতে কি বলে ফেলেছি,—ধোপানী মুচিনীদেরই এখন পায়া ভারি; তবু ভাতার মুন্সফ বইত নয়, দারগা হলে না জানি কি করতো।

ধোপা-বৌ। ও একটা মোটা মাগি কে? ও সেই কলুদের বৌ না, ওর ভাতার কোথায় কি একটা আপীসে কেরাণীগিরি করে না কি করে।

রা-মা। তা মা কলুর ঘরে আর কত হ'বে, ঐ হয়েছে ঢের; একি মা তোমাদের রজকের ঘর যে হাকিম হবে? রজক বড় সৎ জাত, তোমরা জান তা? শুনেছি সেই যে কোথায় কি নাকি রাজ্যি আছে, সিঙ্গেপুর না কি, সেখানে রজকের মান্যি বামুণের চেয়ে বেশী।

কা-গি। (একান্তে) এখানেই বা মান কমতি কি মা! সেই পূজোর পরে গেছেন, আবার শীত ফুরুলে যদি অনুগ্রহ করে দেখা দেন। রাধুনী-বামুণ গড়াগড়ি, কেরাণী-বামুণ ছড়াছড়ি, পুরুত-বামুণ হুড়োহুড়ি, কিন্তু এক কুড়ির হিসেবে দাম দিলেও ধোপা ক'জন পাওয়া যায় মা?

ধোপা-বৌ। বাবু বলেন যে রজকেরা আদত রুষিয়ান। সেথাকার কোজ্যাক না—কি; তা'ই রুষিয়াণের রুজ আর কোজ্যাকের জ্যাক্‌টা নিয়ে কি একটা র‍্যাজাক করে ফেলেছে।

রা-মা। হাকিম হলে বাবু কত জানে! তা হাঁ মা আমার রাখালকে আজ খাওয়া দাওয়ার পর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব? তুমি একটু বলে ক'য়ে যা'তে একটু কিছু হয় বাছা তা তুমি করো, তোমার বড় দয়া মা, তোমার বড় শাদা প্রাণ মা।

কা-গি। (একান্তে) আহা মিনি কড়িতে হয়, প্রাণটা একেবারে বাসীধোপ দিয়ে নিয়েছে।

ধোপা-বৌ। উঁঃ কিসের গন্ধ আসছে, মড়াপোড়া গন্ধ বুঝি? এ সময় মড়াপোড়ান বড় অন্যায়, লোকে একটু হাওয়া খেয়ে বেড়াবে—

রা-মা। তা পোড়া লোকের কি একটু বিবেচনা আছে মা, সময় নেই অসময় নেই লোকের ভাল মন্দ ভাবা নেই অমনি ফস্ করে মরে পড়ে। তুমি মা বাবুকে বলে ক'য়ে এর একটা বিহিত কর না। তিনি হাকিম মানুষ মনে কল্লে এখনই মরবার একটা টেইন্ বেঁধে দিতে পারেন।

কলু-বৌ। আ মুখে-আগুণ! এতক্ষণ এসেছেন আমায় যেন দেখতে পাচ্ছেন না, যেন চেনেন না;—ডেকে দুটো মজা করি। বলি ও আতর—আতর—বলি এখানে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা দেখ—কথাই কও।

ধোপা-বৌ। ও হো হো আতর! ভাই আমি এতক্ষণ ভাল দেখতে পাইনে। এই অনেক রাত অবধি জেগে পড়তে হয় কিনা, তাইতে চোকটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, বাবু বলেন বোধ হয় শীগ্গির আমায় চসমা নিতে হবে।

কা-গি। (একান্তে) দাড়ি রাখলেও চোকের ব্যাম সারে।

ধোপা-বৌ। আর ভাই আজকাল আমি আতর মাখিনা

কিনা, ল্যাভেণ্ডার অডিকলম মাখি তাইতে আতর কথাটা মনে ছিলনা। তা কিছু মনে করোনা ভাই—তুমি—তুমি কেমন আছ?

কলু-বৌ। আর আছি অমনি এক রকম।

বি-মা। অমনি কেন থাকবে? বেশ আছ, কেন বেশ থাকবে না? কা'র ধার করে খেয়েছ যে বেশ থাকবে না? বেশ যে না দেখতে পারে সে দেশ ছেড়ে চলে যাক।

কলু-বৌ। বিশুর-মা এখন একটু থাম। তা হাঁ আতর তুমি খুব পড় অনেক লেখাপড়া শিখেছ?

ধোপা-বৌ। হাঁ, আমাদের না শিখলে চলবে কেন, শুনেছি মুন্সবি কত্তে কত্তে বাবুদের বুদ্ধির গতোর বাড়ে, তা'রপর সব-জজ হ'লে এমনি হয় যে তখন পরিবারকে সব পরামর্শ দিয়ে রায় লিখে দিতে হয়। তা আমার বাবু শীগ্‌গির জজ হবে কিনা তা'ই আমি তাড়াতাড়ি বেশী করে লেখাপড়া শিখছি। তোমাদের কি জান ভাই ভাতার হাজার হোক কেরাণী বইত নয় তোমাদের মুখ্যু সুখ্যু থাকলে ক্ষতি নেই, আমাদের কি করবো ভাই বিধাতা স্বামীকে উঁচু করেচেন হাকিম করে তুলেচেন আমাদের একটু পড়াশুনা না কল্লে চলবে কেন।

কলু-বৌ। হাঁ হাকিম সাহেব হ'লে হাকিমী একটা মানের চাকরী বটে; কিন্তু শুনেছি দিশি হাকিম, সর্দ্দার-চাপরাসী, কেরাণীরও হেঁজ! আর আপনার ঘরে বসে টাকা রোজকার করা একটা ভাগ্যির কথা, নইলে দুটী ভাতের জন্যে বেদের টোল বেঁধে আজ হিল্লি কাল ডিল্লী এই করে বেড়ান ঝকমারি! আমাদের বাবুর তাঁবে পাঁচ সাত শ কায়েত বামুণ চাকরী করে, কত লোককে অন্ন দেন।

ধোপা-বৌ। হাঁ হাকিম ছোট চাকরী বটে তা বইকি!

আমাদের বাবু আর কিছু করে না, তবে যা'কে খুসি তা'কে জেলে দেয়, এর ধন তা'কে দেয়, রামার বাড়ীখানা শামার ভাগে ফেলে দেয়, হলার ধানের খেত কেড়ে নিয়ে প্যালাকে দেয়, আর বড় কেউ নয় জেলার জজ সাহেবরা শুনেছি এই গুণে আমাদের বাবুকে বেশী ভালবাসে।

রা-মা। আহা কত গুণ!—কি গুণে মা, কেন জজসাহেবরা বাবুকে বড় ভালবাসেন?

ধোপা-বৌ। এই বুঝলে না,—বাবুর মতন হাকিম না থাকলে জেলার জজেদের যে চাকরী থাকে না; বাবুর যত মকদ্দামা সব আপীল হয় কি না, তা সবগুলিই জেলার জজকে কেটে রায় বদলে দিতে হয়; মুন্সবের সব রায় যদি বাহাল থাকে তা'হ'লে জেলার জজ আর রাখবে কেন কোম্পানি।

কলু-বৌ। তা কেরাণী না থাকলে হাকিমরা যে মাহিনে পায় তা'র হিসেব কত্তো কে?

ধোপা-বৌ। যাক ভাই সে কথা থাক। এখন তোমায় আমার একটু উপকার কত্তে হবে; কলকেতার হাওয়া আমার সইছে না, বাবু আমাকে এখান থেকে শীগ্‌গির দারজিলিং নে যাবে সেখানে শরীর থাকবে ভাল—

কা-গি। (একান্তে) কাছে বুঝি সাজিমাটির খান টান আছে।

ধোপা-বৌ। আর আমার অসুখ, খোকাকে দুধ দিই না, সে এখন গাধার দুধ খায়—

কা-গি। (একান্তে) আছে বইকি ভগবান আছে বইকি! ঐ দেখ আঁতুড় থেকে গাধার দুধ খাইয়ে মানুষ করে তুলছে, জাত মহিমা কি নেই!

ধোপা-বৌ। তা যা বল্লছিলেম,—সেও দারজিলিংএ গিয়ে থাকবে ভাল। এখন ভাই তোমাকে আমার একটী উপকার কত্তে হ'বে, বাবু আমার মাথবার জন্য ভাল চমৎকার খোসবোওয়ালা তেল এনে দিয়েছেন, কি "কুন্তলীন" না কি নাম, তা তেলটা ভাই তুমি খুব ভাল চেন, আমার যদি সেই তেলটা দেখে ভাল হ'বে কি মন্দ হ'বে ব'লে দাও।

কলু-বৌ। হাঁ তা ও "কুন্তলীন" তেল ছাড়া আমি নিজেই আর কিছু মাখিনে, ওর চেয়ে ভাল তেল আর নেই তুমি নিতে পার। কিন্তু আমি তোমার ভাই কাজ কল্লেম তোমায় ভাই আমার একটী উপকার কত্তে হ'বে; আমার খস্‌খসে চাদরে ঘুম হয় না বলে' বাবু ইংরেজের বাড়ী থেকে বালিসের ওয়াড় বিছানার চাদর টাদর তৈয়ের করিয়ে আনিয়েছিলেন, কেমন নরম কেমন ঝালর টালর দেওয়া! তা ভাই দুঃখের কথা বলবো কি মুখপোড়া ধোপাকে কাচ্‌তে দিয়েছিলেম,—তা মিনষে এমনি হতচ্ছাড়া ছোটলোক হাড় হাবাতে অপ্লেয়ে,—সকাল বেলা মুখ দেখতে নেই অযাত্রা কোথাকার,—কি বল ভাই আতর ব'লতে পারিনি?

ধোপা-বৌ। হাঁ তবে আপনার গায়ে হাত দিয়ে ব'লতে হয়।

কলু-বৌ। গায়ে হাত দিয়ে ব'লবো কি,—ধোপা ধোপা ছোট লোক ধোপা ধোপা ছোট লোক—ধোপা মিনষে আমার সেই ওয়াড় টোয়াড় একেবারে মাটি করে দিয়েছে। তা তুমি ভাই যদি একদিন আমার ওখানে গিয়ে সেগুলি ঠিক ঠাক করে দাও, সাবান টাবান আমি সব দেব এখন।

ধোপা-বৌ। তোমাদের কাপড় ভাই বড় তেল-চিট-চিটে হয়, খোল্ কাটে ভেজাভিজি হয় কিনা?

কলু-বৌ। তা হোক আতর, তুমি সে মনে ক'ল্লেই পরিষ্কার ক'রে দিতে পারবে, শুনেছি তোমার বাপের সেই মসলা মরবার সময় তোমাকেই বলে' দিয়ে গিয়েছে।

কা-গি। হাঁ ধোপা-গিন্নী কাজটা নাও নাও, মজুরীর বদলে কলু-বৌ তোমায় দু'কলসী চোনা অমনি দেবে এখন।

[কায়েত-গিন্নী ও বামুণ-গিন্নীর প্রস্থান।

ধোপা-বৌ। ওমা আমি কচ্ছি কি? এখনই যদি এখান দিয়ে বাবুর কোন চাপরাসী যায় তা'হ'লে তো দেখতে পাবে যে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাকিমের মাগ হ'য়ে কেরাণীর মাগের সঙ্গে কথা কচ্ছি, তা'হ'লে কি হ'বে? বাবুকে যদি বলে দেয় তিনি শুনলে বড় রাগ করবেন। ও ভাই আমরা সে ভিতরে আতর টাতর যাই থাকি পুরুষ মানুষ তো সে সব বোঝেনা, তা'রা মান বোঝে, এই পাঁচজনকে জিজ্ঞেস কর, সকলে তো জানে ভাই যে কাছারি গেলে আমার বাবুর সামনে তোমার বাবুকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে, কেরাণীদের তো তাঁর মুখপানে চেয়ে কথা ক'বার হুকুম নেই।

কলু-বৌ। ও আমার পোড়া কপাল! "মুখের" কথায় মনে পড়লো, এ আমি কচ্ছি কি? আজ ছুটী ব'লে আপীসের কতক-গুলো বাবু, তা'রা সব বামুণ কায়েত, বাবুর কাছে পোলো খেতে চেয়েছে, আর আমি সে কথা ভুলে গিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ দেখছি? আহা হা অত গুলো ভদ্দর লোকের খাওয়া মাটি হ'বে! তোমার মুখ দেখে গেলে ভাই তো পোলোর হাঁড়ি কিছুতেই টিঁক্‌বে না। আয় বিশুর-মা চ'লে আয়। (গমনোদ্যত)

ধোপা-বৌ। এ্যাঁ চলে যায় যে, জবাব দিতে পেলেম না,

কলুর মুখ দেখ্‌লে কি হয় তোরা জানিস? শীগ্‌গির বল ও যে চলে যায়—ও আতর—আতর—ও কলুনী-কেরাণী-আতর—

কলু-বৌ। কি লো ধোপানী-পেয়দানী—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

মাড়োয়ারী বালকগণ।

(গীত)

কাম্ দেও কাম্ দেও কাম্ দেও রামজী,
আয়া কলকাত্তা।
কাম দেও ভালা কামায় দে হো রূপেয়া,
রূপেয়া রূপেয়া রূপেয়া;—
হো কানাইয়া বাঁকা॥
স্কুলমে জিন যাঁউজী, থোড়া পড়ু ভাই এ, বি, সি,—
সওদামে পয়্‌দা কঁরু চাঁদি, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।
পাঁপ্‌পড়্ বেঁচু ঘিউ বেঁচু বেঁচু কাপড়া শাঁড়ী,
দালালী কঁরু বগ্‌গী মাঙাউ, বানাউ হাবিলী-বাড়ী,
নোকরী কর্‌কে বাবুগিরি থুক্ থুক্ থুক্ থুক্ থুঃ—
জমা কর্ লেও টাঁকা—
টাঁকা টাঁকা টাঁকা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আপীসের সম্মুখ।

জমাদার ও কেরাণীগণ।

জমা। হামার কাছে দাদা গোলটী করলে কি হোবে? হুকুম মাঙ্গায়ে লেও, হামি আবি ফাটক্ খুলিয়ে দিচ্ছে। দশ বাজে পাঁচ মিনিট বাদ বন্ধ কর্ত্তে হুকুম ছিলো হামি দশ মিনিট হোতে বন্ধ করিয়েছে। হারাণ বাবুর আজ সাত মিনিট লেট্ হোলো ওবি হামি আপনার ঘাড়ে ঝুকি লিয়ে উন্‌কো ছোড়িয়ে দিয়েছে, আর তো দাদা হামি পারে না, আজ কাল যে সব নৈতন সাহেব আসছে এরা তো হামার ইজ্জৎ জানে না; ফ্লক্কি থাম্‌কা বদ্ জবান বোলে দেয়; তোম লোককা জন্তে কি দাদা বুড়া ব্রাহ্মণ এত্তাদিন বাদ গালি শুনবে? যাও মুখুর্জি বাবু আজ ঘর যাও বাবা, কেয়া করেগা দু'রোজকা তলপ যাগা, কোষ্ট হোয় হামাকে বোলিও হামি তোমাকে দোঠো রোপেয়া করজ্ দেবে সামনে মাসে কেসিয়ার বাবুকো বোল্ দিও নও-সিকা হামকো দে দেয়।

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা। এই যা—ফটক বন্ধ হয়ে গেছে! ও মিশিরজী খোল ভিতরে যাই।

জমা। মিত্তিলি বাবু আর উটী হোবার যোটা নাই, ফ্লক্কি সাহেব কো জান তো, কাল চকড়াবকড়ি বাবুকে লিয়ে ইজন্তে বড়া গোলমাল হোয়ে গেছে।

উমা। আমায় তো জান জমাদার সাহেব বরাবরই এই রকম হয়; দুপুরের কম আসতেম না, এ তবু এই কত করে তবে

তাড়াতাড়ি আসৃছি। জান তো ঠাকুর আফিংটা আস্‌টা খাই আমাদের ঘুমই ভাঙ্গতে ন'টা বাজে। এখন একটুখানি খোল আমি ফুড়ুক করে যাই। আমার দেখ কেদারায় যেমন চাদর বাঁধা থাকে তেমনি ঠিক আছে। এই করে বার বচ্ছর কাটালেম এখন শেষাশেষি কি চাল বদলান যায়?

১ম কে। খোলো জমাদার সাহেব একবার দরজাটা খোল। আজকার দিন যা হ'য়েছে কাল থেকে আর ছাই পিণ্ডি না হয় না খেয়েই আসব। এই দেখ এই মতিবাবু টতিবাবু ট্রেনে আসেন কেমন করে এঁরা দশটার ভেতর এসে পৌঁছুবেন?

২য় কে। বুড়ো ঠাকুর, ম্যালেরিয়াতে ভুগতে ভুগতে এসে আপীসে ওষুধ খাই তবু কামাই করি না, ছেড়ে দাও বাবা।

উমা। ও জমাদার সাহেব বলি চেয়েই দেখ কথা কচ্ছোনা যে?

জমা। চেল্লাচিল্লি করোনা বাবু, সাহেব ওপরে আছে।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। এই দরোয়ান দরজা খোল হাম্ ভিতর যাগা।

জমা। (ব্যঙ্গস্বরে) আপনি কে আছে বাবু?

যাদব। আমি ফ্লস্কি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো, দরখাস্ত আছে।

জমা। ওঃ চাকরী জন্যে আসছে বাবু? হামি তো একেবারে ডর পাইয়ে গেছলো, বুঝলুম লাট সাহেব বুঝি আসলো! বাবু ভুলে গিয়েছে এটী যে শ্বশুর বাড়ী নয় কোম্পানির আপীস; "দরোয়ান দরোজা খোল দেও" হুকুম এখানে চলছেনা বাবু!

যাদব। তোম তো ভারি ইম্পার্টিনেণ্ট্ হ্যায়। তোম কি হামকো যে-সে-মূর্খ-কেরাণী পায়া?

উমা। কে হে বাবু সোণারচাঁদ বিদ্বান কেরাণী! ভারি

লম্বাই চওড়াই ঝাড়ছ যে? কাঁচা স্কুল থেকে বেরিয়েছ বুঝি, এখনও বেঞ্চির গন্ধ গায়ে আছে? এককালে আমরাও অমন তেরিমেরি করেছিলেম; এখন এই যে কোঙা ভাব দেখছ এ কেবল বড় সাহেবের চাপরাসীর দাব্‌ড়ীতে দাঁড়িয়েছে। এসেছ কি চাকরীর চেষ্টায়? ঐ দেখ দরজার গায়ে কি লেখা, "No Vacancy—Applications Not Received."

যাদব। ও আমার জানা আছে ও একটা General order, আমাদের জন্য নয়। Perhaps you don't know I am a graduate.

জমা। বাবু হামি বুড়া মানুষ, ইচ্ছা করে কা'কেও বেইজ্জৎ করে না, আস্তে আস্তে ঘরে যাও, চাকরী এখানে হোবে না। ঐ বাবু যা বল্লে, লিখা পড়্‌লেও।

যাদব। তুমি দরজাটা খোল, হয় না হয় আমি বুঝবো।

জমা। দরজা খুলবে না। দেখতে পাচ্ছ না, এতো বাবু দাঁড়িয়ে আছে, এরা এখানে চাকরী করে বেলা হয়েছে ঢুকতে পাচ্ছে না, আর তুমি তো চাকরী মাঙ্গতে এসেছ।

যাদব। ওরা servant, চাকর, আমি independent, স্বাধীন, আমি এখনও তো চাকরী স্বীকার করিনি।

উমা। তা এখানে আসা হয়েছে কেন? নিজের গঙ্গামণ্ডল পরগণাটুকু সাহেবকে দানপত্র লিখে দেবার জন্য নাকি? বলি ও স্বাধীন—স্বাধীন বাবু—

যাদব। আপনাদের এতগুলো লোকের আজ লেট্ হয়েছে, অবশ্য কেউ না কেউ ডিস্‌মিস্ হ'তে পারেন তা'হ'লেই ভেক্যান্সি হ'বে।

(টমাস সাহেবের প্রবেশ)

জমা। সরে থাড়া হও বাবু সরে থাড়া হও বাবু, সাহেব আস্‌ছে। সেলাম হুজুর।

টমাস। ক' বাজা জমাদার জী? বাবুলোক সব থাড়া কাহে?

জমা। সাড়ে দশ হোগিয়া গরীব-পরওয়ার। এ বাবু লোক টেইন্ কো দশ মিনিট বাদ আয়া। আপ্‌কা বি হুজুর আজ লেট্ হো গিয়া।

টমাস। হাঁ, মেমসা'ব হাঁসপাতাল মে হায় উন্‌কো খবর লেকে আতা। ছাটা লেও। Babus, you can go home today. আর দাঁড়িয়ে কি করবে বাবা? আজ গরে গিয়ে তাসটী থেলিয়ে লেও; তোমাদের বাঙ্গালীর বাবা ঐ দোষটা আছে Punctuality রাখতে পারে না, timeএর ভ্যালুটী বোঝ না।

উমা। (স্বগত) সাহেব বুঝি সাড়ে দশটার পর এসে খুব Punctuality রাখলে? তবু যদি চামড়া খানা শাদা হতো!

যাদব। Good morning Sir, I want to see Mr. Flunky.

টমাস। Do you!—and what's your business pray!

যাদব। I am a graduate of the Calcutta University, Mr. J. C. Paul, M. A., in Science. I have at last made up my mind to enter Government service.

টমাস। How kind of you! The Government is obliged to you I am sure! Are you a Congress-man Babu?

যাদব। I don't think I am bound to answer that question here, sir.

টমাস। Oh you have a long tongue I see! জিব বড়া লম্বা আছে! জমাদার বাজে আদমীকো পাসে হটায় ডেও।

উমা। Sir Sir Mr. Thomas, আমাদের যেতে হুকুম দিইয়ে দিন।

টমাস। Ungrateful wretches! একদম বন্ধ করো।

(সাহেবের ভিতরে প্রবেশ)

জমা। (যাদবের প্রতি) যাও বাবু যাও হট্‌কে খাড়া হও, কেন অপমানটী হোবে ?

উমা। (যাদবের প্রতি) সরে এসনা বাপু, দিলে থামকা টমাস সাহেবকে চটিয়ে, আমরা সাহেবকে ধরে ঢুকে পড়বো মনে করেছিলেম, কোত্থেকে আজ আপদ এসে জুঠলে ?

যাদব। আপনাদের মত লোকের জন্যই তো আজ আমাদের এরূপ দুরবস্থা। ঐ কালা ফিরিঙ্গিটার খোসামোদ কত্তে হবে! আপনাদের মধ্যে একতা নাই, আসুন দেখি আজ আপীস শুদ্ধ সকলে একমত হয়ে প্রতিজ্ঞা করুন যে কাল থেকে আর কেউ আপীসে আসবেন না, দেখি কেমন না সাহেবরা জব্দ হয়!

পীতা। আর মশাই কি সেই সুযোগে ভাই বন্ধু নিয়ে আমাদের জায়গা গুলি দখল করে বসেন ?

যাদব। কি আমি এমন অপমান স'য়ে কখনই চাকরী করবো না। আমি কালই কাগজে এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে দেব।

উমা। ক্ষমা দে গোকুল! তোর আর কাগজে লিখে কাজ নেই। বাবা ধর্ম্মঘট করে চাকরী যে ছাড়বো, তা'হ'লে দক্ষিণ হস্তস্য ব্যাপারং চলয়স্তি কেমন করে ?

যাদব। কেন বাণিজ্য করুন, Joint stock company করুন।

উমা। আপনি কেন তাই করুনগে না। আমরা না হয় জন কতক অসভ্য আছি চাকরী বাকরী করি। সেটা বড় সুবিধা হবে না—না? আমরা জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানি কল্লে আপনি অনুগ্রহ করে আড়াই শ টাকা মাইনে নিয়ে সেক্রেটারি হবেন। বাবা একটু আধটু দুর্দ্দশা বরাবরই ছিল কিন্তু এই যে ইংরেজের দরজায় হাড়ীর হাল এ তোমাদেরই মহিমাতে দাঁড়িয়েছে। চাকরী বাকরী না থাকাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এককাঠা ভুঁই রেখেও প্রজাত্ব স্বীকার কর না, রাজদ্বারে আশাও নেই ভরসাও নেই, সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে বক্তৃতা কর, আর্টিকেল লেখ, আর সাহেবরা একেবারে জাতের উপর চটে গিয়ে আমাদের বিষ নয়নে দেখেন। বাবা চাকরীটি করেও খেতে দিলে না? বাপু! স্বাধীন-বাবুদের কংগ্রেস আর চাকরে বেচারিদের ডিস্‌গ্রেশ্ একই লগ্নে সুরু হয়েছে—যা বল আর যাই কও।

যাদব। Cowards! their like is not to be seen on the face of earth. এমন ভয়-পায়িত জাতি পৃথিবীর মুখের উপর নেই।

পীতা। মিত্তিরজা থাম, বাড়ী যাওয়াই মঙ্গল।

উমা। হাঁ, এ মুখ দেখে আর এই মিষ্টালাপের পর আমি ঢোকবার হুকুম পেলেও সাহেবের সামনে আর আজ যাচ্ছিনি, তা'হ'লে কাল আর আসতে হ'বে না, দু'এক ঘা না খেতে হ'লে বাঁচি। বাবুজীর পসার কেমন, ও বেলা হাঁড়ি টাড়ি চড়াব, না বাজারে জলখাবারটা খেয়ে কাটাবার চেষ্টা দেখব? বক্‌নো খানা চলতে পারে—না? এখনও কাঁচা বয়েস তত পুরুষ্ট হওনি তো?

(বিনোদকৃষ্ণ নন্দনের প্রবেশ)

বিনোদ। মশাই মশাই ক্লক্কি সাহেব কি এই আপীসেই থাকেন ?

পীতা। হাঁ, তুমি কোত্থেকে আসছ ?

বিনোদ। আজ্ঞে আমার একটু দরকার আছে, তাঁ'র নামে একখানা চিঠি আছে।

উমা। আসল কথাটা কি—"Being given to understand" তো ? তা' ঐ দেখ—"No vacancy."

পীতা। চিঠি আছে বল্লে না ? কা'র সুপারিশ এনেছ ?

বিনোদ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, কানাই সেন বাবু চিঠি দিয়েছেন—

পীতা। ও হো হো হো হো কানাই সেনের চিঠি এনেছ ? তা'হ'লে দেখ দেখ, তোমার হ'লেও হ'তে পারে। সেই মোটা বাবুটী হে, হামেসা সাহেবের কাছে আসে সেই কানাই সেন, ফ্লক্কি সাহেব তা'র কাছে টাকা ধার করেছে বোধ হয়। দেখ ঢুকতে পার তো তোমার লাগলেও লাগতে পারে, মুরুব্বি ধরেছ ভাল।

বিনোদ। মশাই আমি তো চিনিনে আপনারা যাবেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে যা'তে চিঠিখানা সাহেবের হাতে পড়ে করে দেবেন ?

পীতা। বাড়ী কোথায়—তোমার নাম কি ?

বিনোদ। আজ্ঞে আমার বাড়ী ভবানীপুর, নাম বিনোদকৃষ্ণ নন্দন।

উমা। "নন্দন"! তবে কেন বাবা এ "বন্ধনে" পড়তে এসেছ ? আপনার ব্যবসা করগে না, তোফা ইজ্জতে থাকবে, এর চেয়ে

ঢের পয়সা বেশী পা'বে। ইংরিজি পড়েছ বেশ করেছ, তা'হ'লেই যে কেরাণীগিরি কত্তেই হ'বে, এমন তো কিছু মাথার দিব্বি দেওয়া নেই। লেখা পড়া জেনে ব্যবসা কত্তে পাল্লে আরও যে বেশী উন্নতি কত্তে পারবে, বড় মানুষ হ'য়ে যাবে। আমরা ভুক্ত-ভোগী, পরামর্শ শোন এখানে এস না, চেয়ারে বসে চাপকান গায়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু বাবা দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া ওবি পস্তায়া যো না খায়া ওবি পস্তায়া।

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান। কি জমাদারজী, এখানে হাট জমিয়েছ যে?

জমা। এ বাবুলোক শুনবে না হামি কি করবে ভাই, লেট্ করে আসেছে এখন হামায় বোলে দরজা খুলো।

বাবুজান। তোমরা কেমনতর লোকগা বাবু? এই গরীব বুড়োটীর অন্নটা মারবার চেষ্টায় আছ কেন? তোমাদের বল্লে তো শুনবে না, তোমাদের জন্যে বড়বাবু পর্য্যন্ত আমরা পর্য্যন্ত সাহেবের কাছে বকুনি খাই। আজ আর ঢুক্‌তে পাচ্ছ না যাও, সাহেব ওপরেই বসে আছে, এখান থেকে গোলমাল গেলে একেবারে ভারি হাঙ্গাম বাঁধিয়ে দেবে।

জমা। বাবুজান মিঞা তোমার যে আজ এত দেরি হলো ভাই?

বাবুজান। আর জমাদার সে কথা কেন পুছ্ কর, কাল রাতে ডালহৌসিতে নাচ ছ্যাল, সেখানে সাহেবের সাথে গেলাম, রাত দু'টোর পর বাসায় ফিরি, ভোর বেলা উঠে দেখি আট্‌টা বেজে গেছে। আবার মেম সাহেবের চাঁপা কেলা কেনবার ফরমাস্ ছ্যাল, তিনি গোসা করবে, দৌড়ুলাম সেই হক্ সাহেবের বাজার।

আমার কি আর মরবার ফুর্‌সুৎ আছে? কুঠীতে যেতেই সাহেব চিঠি লেখে পেঠিয়ে দিলে সেই মিন্টন সাহেবের আড়গড়ায়, সেই ভাল ঘোড়ার বেমো হয়েছ্যাল তা'র খবর লেস্‌তে, এর জলদি জবাব আনবার হুকুম ছ্যাল, জবাব না পালে আজ সাহেব কামে বসবে না। তা গফুরকে সকাল সকাল পেঠিয়ে দেছ্‌লাম, সাহেব আলেই পানি টানি দেতে। নাও এই বাবুদের সব তেড়িয়ে দিয়ে তুমি ফটক একেবারে বন্ধ করে ভেতরে বস; ভগীরথ আলে আমার জন্তে ছু'দোনা পান রেখ তো।

পীতা। ওহে ছোকরা দেখ এই বড় সাহেবের চাপরাসী, একে ধর না যদি তোমার চিঠিখানা বড় সাহেবকে হাতে করে দেয়, আমরা বলতে গেলে খিচিয়ে খেতে আসবে।

বিনোদ। চাপরাসী—

বাবুজান। চাপরাসী!—কেহে তুমি ছোকরা? ভদ্দোর নোকের সঙ্গে কথা কইতে জাননা?

বিনোদ। এই—না, না আমি জানিনি, আমার এই চিঠিখানা আছে বড় সাহেবকে দিতে হ'বে।

বাবুজান। কিসের চিঠি? চিঠি টিঠি লেবার হুকুম লেই, তুমি চাকরীর লেগে এসেছ নাকি? ভাল জ্বালা কল্লে, সাহেবকে আর বাঁচতে দেবেনা দেখছি।

বিনোদ। বাবু তুমি দাও দেখি সাহেবকে এই চিঠি, এ দেখলে সাহেব রাগ করবেন না, এ কানাই বাবুর চিঠি, কানাই বাবুকে দেখনি? সেই যে তোমাদের সাহেবের কাছে আসেন।

বাবুজান। ঢের বাবুকে দেখেছি, কলকেতায় আলে সব মানুই বাবু হয়।

পীতা। ওহে বাবুজান মিঞা দাওনা গরীবের চিঠিখানা, সুপারিসটা ভাল ছোকরার একটা উপায় হ'য়ে যেতে পারে, দেখনা তোমার দ্বারা যদি গরীবের একটা উপকার হয়।

বিনোদ। দাও বাবা চিঠিখানা দাও।

বাবুজান। তোমরা আপনার চরকায় তেল দাও, গরীবের উপকার কত্তে গেলে ঢের লোকের কত্তে হয়, সাহেবকেও জ্বেলিয়ে তুল্লে আমাকেও জ্বেলিয়ে তুল্লে; এই লাও তোমার চিঠি ঐ পড়ে রইল।

(বাবুজানের ভিতরে প্রবেশ)

বিনোদ। মশাই কি করে চিঠিখানা পাঠাই, দেখা হ'লেই আমার চাকরিটী হয়, কানাই বাবুর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা হ'য়ে গেছে, সাহেবই কানাই বাবুকে আমায় পাঠিয়ে দিতে বলে দিয়েছেন।

উমা। বাবা যমের সভার চেয়ে যমের দ্বারের ভয় বেশী। আচ্ছা বলদেথি মনে মনে যমকে না যমের দূতকে কা'কে বেশী ভয় কর বোধ হয়? তা এই উপরে আছেন যম আর যা'র সঙ্গে কথা কচ্ছিলে উনি হ'লেন যমদূত। কাজ কত্তে কত্তে ওঁর মিষ্টি বাণী যখন এক একবার শুনি তখন মনে হয় এখনি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই! তবে সাহেবদের মত আমাদের ইন্‌সিওর করা নিজের প্রাণটা নয়, মুখ চাওয়া পাঁচটা আছে এই জন্য চট্ করে আত্মহত্যাটা করা যায় না।

যাদব। (স্বগতঃ) "The anglo Indian official and his chaprashy", বলে ক'য়ে এটা লিডারে বের কত্তে হ'বে, এই রকম করে আরম্ভ করা যাবে আর কি—The reign of terror

is coming, thick vast clouds, dark as pitch, is over-hanging the fate of India—

উমা। কি বাবা কলমবাজীর মসলা গুঁড়ুচ্চ না কি?

(মধুবাবুর প্রবেশ)

জমা। তফাৎ তফাৎ হটো সব কোই বড়বাবু আতা, সেলাম গরীব-পরোয়ার।

উমা। (জনান্তিকে) মুখুয্যে মশাই একবার বলে দেখুন না।

পীতা। বড়বাবু-মশাই আজ হঠাৎ একটু বিলম্ব হ'য়ে পড়েছে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আর সাহেব গোল টোল করবেন না।

মধু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দেরি হয়েছে তা আজ আর তো উপায় নেই, বেশ বাড়ী গিয়ে বসে থাক, ছুটী হ'ল মন্দ কি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

পীতা। আজ্ঞে আপনি পরিহাস কচ্চেন? কি করবো অদৃষ্ট মন্দ চাকরী কত্তে এসেছি; এ ছুটীতে তো লাভ নেই, আপাততঃ একদিনের পাঁচ মিনিট দেরির জন্য দুদিনের মাইনে কাটা যাবে, তা'র পর এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ পেন্সনের আশায় পড়ে আছি আর দেড়টা বছর গেলেই আপদ চুকে যায়, তা'তেও গোল উঠবে, মশাই আজ একটু দয়া করুন।

মধু। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি করবো, সাহেবের কড়া হুকুম জান তো, আর সাহেবেরই বা দোষ কি, তোমরা আত্যান্তিক বাড়াবাড়ি করে তুলেছ, হামেশা লেট্—বিশেষ মুখুয্যে তোমার বাপু রোজ রোজই লেট্ হয়।

পীতা। কি করবো, দেখুন বুড়ো মানুষ টিকুতে টিকুতে

সেই আলমবাজার থেকে আসতে হয়। রাত থাকতে উঠি, ব্রাহ্মণ, এ বয়সে একটু বসে ইষ্ট দেবতার নামটা আসটা নিতে হয়, গঙ্গাস্নানটাও কত্তে হয়, আর বৃদ্ধকালে স্বপাকেই আহারটা করি, এই গুলো আপনি সাহেবকে বুঝিয়ে বল্লেই আমার আধ ঘণ্টা রেয়াৎ হ'য়ে যেতে পারে।

মধু। ওঃ বাপরে! সাহেবের মুখের ওপর কি কথা কইতে পারি! আর বলি ঠাকুর পরের চাকরী কত্তে গেলে এত বামণাই পোষায় না, পূজো আহ্নিক ফাহ্নিক গুলো রবিবারে কল্লেই হয়, আর নিজে রেঁধে খাওয়া বল্লে বুঝি—ওটা বাপু ভিট্‌কিলিমি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পূজো ফুজো ভট্‌চায্যিগিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ, পেন্সন হ'লে তখন যা হয় করবে।

পীতা। কি তোমার চাকরীর জন্য পূজা আহ্নিক ছেড়ে দেব! ব্রাহ্মণের আচার পরিত্যাগ করবো! তা আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন; পূজা আচারের মর্ম্ম আপনি বুঝবেন কি? আপনি যথার্থই বংশের তিলক, আপনার এই অবস্থার উন্নতি দেখে আমার সময়ে সময়ে সন্দেহ হ'তো যে বোধ হয় আপনার গর্ভধারিণী কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখিয়ে ছিলেন, কিন্তু আজকের কথায় বুঝলেম যে আপনার শরীরে নির্জলা কলুর রক্ত বিদ্যমান, প্রকৃষ্ট ঘানি নক্ষত্রে বলদ রাশীতে আপনার জন্ম, আর আমি যে ফুলে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান নৈকষ্য কুলীন হ'য়ে ম্লেচ্ছের উপাসনা কলুর দাসত্ব কত্তে এসেছিলেম আমারও যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এরূপ অপকর্ম্ম না করলে, যে কলুকে আমার পিতৃপুরুষেরা ঘৃণায় পাদব জল দিতেন না, সেই কলু আমায় ধমকে পূজা আহ্নিক বন্ধ করতে বলে! তা যা হয়েছে হয়েছে

সমস্ত পরিবার না খেয়ে মরে স্বীকার, তবু এ ঝকমারি অধর্ম্ম আর করবো না, এই রইল, আজ থেকে চাকরীর মুখে আগুণ, পেন্সনের মুখেও আগুণ! কলু-বড়বাবু তোমার সাহেব বাবাকে বলো যে পীতাম্বর মুখুয্যে আর কলম ছুঁচ্চেন না, বৃন্দাবনে গিয়ে সপরিবারে মাধুখুরী মেগে খাব। দুঃ তোর চাকরী—হা ভগবান!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

মধু। ছোট লোকেদের বড় আস্পদ্ধা বেড়েছে—

উমা। ঐ যা আজ্ঞা কল্লেন, বড়বাবু সত্যই বলেছেন—

[মধুবাবুর প্রস্থান।

ছোট লোকের স্পর্দ্ধা না বাড়লে তুমি ঘানি গাছ ছেড়ে এসে কেদারায় বসে পড়।

যাদব। সেটা কিছু অন্যায় নয়, লেখা পড়া দেখে পোষ্ট্ দেওয়া উচিত—জাতি দেখে নয়।

বাবুজান। (বারাণ্ডা হইতে) এই জমাদার কি কচ্চো? সাহেব যে ভারি চট্‌ছেন, দেউড়ীর গোলমালে তাঁ'র তো তাঁ'র আমারই মাথা ধরে উঠেছে। হাঁগা তোমরা কেমনতর বাবুগা, বল্লে কথা শোন না কেন, অপমান না হয়ে ছাড়ছ না? সাহেব এবার চাবুক খুঁজচেন। এই জমাদার তুমি দরজা বন্ধ করে বস, নৈলে তোমার নামে আমি রেপোট করবো।

জমা। যাও বাবু ঘর যাও।

[জমাদারের প্রস্থান।

বিনোদ। চিঠিখানা পৌছিলেই আমার একটা উপায় হ'তো।

উমা। চল হে আর কেন এর পর চাবুক খেতে হবে,

সাহেব যদি ভুলে যায় ঐ পেঁড়ো ব্যাটা উস্কে দেবে। মুখুয্যের পথ নেওয়াই ভাল—চল।

[যাদব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যাদব। To be or not to be that *was* the question, *to be* is now the emphatic decision. পুরো পেট্রিয়ট হই, কি, না, ভাবতেম আজ একেবারে নিশ্চিত স্থির কল্লেম। এই পেট্রিয়ট হলেম, দেশের জন্য প্রাণ দিলেম! এম, এ, দিলেম, ক্লার্কশিপ একজামিন দিলেম, তবু চাকরী হ'ল না। ইংরেজ চাকরী দিলে না, গবর্ণমেণ্ট আমায় চিনলে না!—আচ্ছা দেখে নেব। They have let loose a wild beast. আজ থেকে আমি ইংরেজের শত্রু, দেশের জন্য লাগব, Patriotism, Independence, Lecture, Meeting, কাগজে Article—এঁ্যা চাকরী দিলে না!—

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

বৈষ্ণবীগণ।

(গীত)

ভেক নিয়ে এক বাঁধিয়েছি ভাই গোল।
(এখন) ঘরে ঘরে চলছে মেকি,
খিচুড়িতে মাছের ঝোল॥

(মাগ্‌গী) বালাম চেলের ভাত,
আর থাকবে না কো জাত,
নীচের বাঁধন রইবে কিসে
গোড়ার গেরোয় পড়লে নোল ॥
বামুণ যদি গড়ে জুতো, কেননা মুচী পরবে সূতো,
ধোপা সে তো বাপের ঠাকুর,
ভাটপাড়াতে খুলবে টোল ;—
(এখন) নেড়া নেড়ী বাড়ী বাড়ী, হরি হরি হরি হরি বোল ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পুলিসকোর্ট।

অনারেরি মাজিষ্ট্রেটদ্বয় ও ইণ্টারপ্রিটার ইত্যাদি।

নবাব। কেঁও ইণ্টারপ্রিটার সাব্‌, আপকা তেস্‌রা মাজিষ্ট্রেট কাঁহা হ্যায়? হাম্‌ দোনো সকস্‌ কেৎনা দেরতক্‌ বয়েঠ রহেঁ? লিখনা উখনা যো হোগা সাহেবই তো লিখেগা, ফিন ও যো আদমী আয়েগা ও কেয়া করেগা? ও নে চুপ্‌ চাপ্‌ বয়েঠ রহেগা, আজকো মাফিক্‌ দোনো আদমীসে চালায় লিজীয়ে; সুরু করিয়ে মোকর্দ্দামা বোলাইয়ে।

ইণ্ট। হজুর মেহের্‌বানী করকে জেরা মাফ কিজীয়ে, পান্‌ সাত যাগা পাহারাওয়ালা ভেজা হায় কৈ সকস্‌ কো আবি পাকাড় লে আয়েগা। আজ কার্ত্তিকবাবু কো টরন্‌ রহা, উন্‌নে চিঠ্‌ঠি

ভেজ্ দিয়া, যে এক ভারি কেস্ লড়নেকো ওয়াস্তে আলিপুর চলা গিয়া আনে নেই শেখেগা।

কন। চোপ্ চোপ্।

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা। (ইণ্টারপ্রিটারের প্রতি) ওহে ভাই, নীলমণি তরফদারের মোকদ্দমায় আমি আছি, নামটা ডাক হ'বার একটু আগে আমার কাছে পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও।

ইণ্ট। আপনি বস্থনই না এইখানে, এখান থেকে গিয়ে আর কি কর্ব্বেন ? কোন ঘরে মোকদ্দমা আছে নাকি ?

কেনা। হুঁ তুমিও যেমন—মোকদ্দমা কোথায় ? আজ সোমবারটা মারামারি ফারামারি আসছে অনেকগুলো, বারাণ্ডা-টায় ঘুচ্চি যদি একটা লাগে, পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও ভাই একটা, আমি চল্লুম।

ইণ্ট। কা'কে আবার দিই কেউ যেতে চায়না, কি জান ওদের একটু খুসী রাখতে হয়, সরকারী কাজ তো নয় করবে কেন।

কেনা। তোমার ভজনরামকে পাঠিয়ে দিও আমি দেব এখন আনা দুয়েক।

ইণ্ট। (হাসিয়া) দু আনায় কি পাহারাওয়ালার পেট ভরে হে।

কেনা। আর বেশী পাব কোথায় ? না হয় হেঁটে যাব ট্রামওয়ের ভাড়াটা বাঁচিয়ে ওকে ঐ দেব ; এদিকেও তো বেশী নয় বোঝ তো ব্রাদার, মোটে দেবে বলেছে একটী টাকা, কেসটা জুটিয়েছে শ্যামা, তা সে আবার চা'র আনা কেটে নেবে, তা দিও ভাই পাঠিয়ে আমি চল্লুম।

নেপথ্যে। চোপ্ চোপ্ হাকিম আয়া হাকিম আয়া—এসেছে এসেছে।

নবাব। আ গিয়া আ গিয়া সুরু করো বোলাও বোলাও, ফিন্ হিঁয়াসে যানে হোগা কুক্ সাহেব কো আড়গড়ামে জুড়ি খরিদ করনে কো ওয়াস্তে।

সাহেব। Now go on go on, we have a meeting at the Royal Exchange, I must be there by three.

ইণ্ট। সব হাজির করো।

কন। চোপ্ চোপ্, গাওয়া ওয়া সব নিকাল্ যাও, আসামী ফরীয়াদি হাজির—হাজির—

(মধুবাবুর প্রবেশ)

এঃ চোপ্ কাঁহা যাও, হিঁয়া হিঁয়া হিঁয়া (গোলমালে মধুবাবুকে ধরিয়া কাঠগড়ায় উপস্থিত করণ)

মধু। আরে করিস কি করিস কি—আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাস ?

কনে। কাঠগড়াকা ভিতর আও, হাকিম্‌কো সামনে খাড়া হোও।

মধু। আরে আমি কেন ? আমিই তো হাকিম, আমাকে ডেকে ডুকে নিয়ে এল হাকিমি কত্তে—

কনে। ওঃ ভুল হো গিয়া, হুজুর ভুল হো গিয়া, আপ্ আজ কো হাকিম হায় ? উপর চড় যাইয়ে চড় যাইয়ে ; কসুর নেই হামারা হুজুর, আজ কাল পছান্‌না বড়া মুস্কিল হায় হুজুর, এক্ক রোজ এক বাবুকো দেখতা আসামী হোকে খাড়া হায় দোস্‌রা রোজ ওহি হাকিম বন্ যাতা।

সাহেব। Ah! you are to be my colleague this day? come up come up, be quick.

মধু। Yes Sir—going—going.

নবাব। আরে রাখিয়ে জনাব গোইং গোইং চলা আইয়ে মামলা করিয়ে।

সাহেব। Sit down Babu, বৈঠো খাড়া কাঁহে?

মধু। You sit Sir, I can't sit where you sit; কি বলেন ইণ্টারপ্রিটার মশাই? সাহেবের সঙ্গে এক চৌকীতে বসা আমাদের উচিত নয়, মনিবের জাত ওঁরা। আর উনি আমায় চেনেন না, আমাদের বড় সাহেবের কাছে ওঁকে মধ্যে মধ্যে যেতে দেখেছি।

ইণ্ট। বসুন বসুন, এখানে দোষ নেই; না ব'সলে চলবে কেন?

নবাব। বৈঠিয়ে সাহেব! (স্বগত) ইয়ে ক্যায়সা আহাম্মখ হ্যায়?

মধু। তবে ব'সতে হবে এঁ্যা? দেখুন ইণ্টারপ্রিটার মশাই, যখন আর দুটী বাঙ্গালী হাকিম সঙ্গে থাকবেন, তখন আমায় অনুগ্রহ করে ডেকে পাঠাবেন। সাহেব লোকের সঙ্গে একত্রে বসা বড়ই কাজটা বেয়াদবি হয়। Sir then I sit with your most kind permission.

সাহেব। Sit down Babu Sit down.

ইণ্ট। ঐ মিউনিসিপালিটীর ইনস্পেক্টার বাবুকে ডাক না, আর তুলসী ঘোষ আসামীকে ডাক।

কনে। আও আও ইনস্পেক্টার বাবু ইধার আও। তুলসী ঘোষ আসামী হাজির—তুলসী ঘোষ আসাম্—তুলসী ঘোষ—

২য় কন। (তুলসী ঘোষকে ধাক্কা দিতে দিতে) চলা আও জলদী।

ইণ্ট। তোমার নাম তুলসী ঘোষ?

তুলসী। আজ্ঞে ধর্ম্ম-অবতার শুধু ঘোষ বল্লেও আমার সাড়া পাবেন।

ইণ্ট। দুধে জল দিয়েছিলি?

তুলসী। আজ্ঞে ধর্ম্ম-অবতার গয়লায় কখন এ কাজ পারে!

ইণ্ট। বজ্জাতি রেখে দে, কতটা জল দিয়েছিলি বল?

ইনস্পে। Sir the milk—

ইণ্ট। বাঙ্গালায় বলুন না।

ইনস্পে। দুধ ওর এন্যালাইজ্ করা হয়েছিল; এক সেরে এক পো'র ওপর জল আর মাইক্রোবও বিস্তর ছিল, একেবারে মাইক্রসকোপে দেখা গেল পোকা কিল বিল কচ্ছে।

তুলসী। পোকা কিল বিল কচ্ছে? দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, তা'হ'লে সে ওঁদের কলের জলের দোষ, পুকুর জল কোন্ শালা দিয়েছে।

কন। চোপ্‌রাও।

ইণ্ট। The defendant admits the offence.

সাহেব। Yes, whats the punishment? Imprisonment or fine?

ইণ্ট। Simply fine.

তুলসী। ধর্ম্ম-অবতার! আমার অনুধাবনটা নিবেদন কল্লেন না? দশ সেরের দর খাঁটী দুধ আমি কেমন করে দেব? এই টেক্স-বাবুর শ্বশুররা এখন তা'ই চা'ন, দিতে পারিনে বলে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন।

কন। চোপ্‌রাও।

সাহেব। Mr. Clerk, what amount of fine will do in this case? Pass the book to me.

ইণ্ট। Needn't trouble yourself sir, five rupees will do for the first offence.

সাহেব। Five Rupees you say? very well, fine, six rupees.

ইণ্ট। যাও, ছয় রোপেয়া জরিমানা।

[তুলসীর প্রস্থান।

সাহেব। Next case.

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা। হুজুর আমার একটী নালিস আছে। এই গরমির দিনে হুঁকোটী হাতে করে টুল্‌টী পেতে যদি ফুটপাথে একটু হাওয়ার জন্য বসি, তা'হ'লে তো অমনি পাহারাওয়ালা, জমাদার, ইনস্পেক্টার পঁচিশ দিক থেকে এসে তাড়া মারতে থাকেন, Obstructing the foot path; কিন্তু মিউনিসিপালিটী মশাইরা এই চা'র মাস হ'ল আমার বাড়ীর সামনে দরজা আটকে একটী পাঁজা খোয়া ঢেলে রেখেছেন, তা'র পর আজ প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হ'ল ঐ পাঁক তোলা সেই যে বড় বড় সৌখীন বাক্সগুলি আছে তা দুটী দরজা আটকে রেখেছেন, আর একচাকার গাড়ীখানি তো ছেলেদের পড়বার জানালার নীচে বরাবর থাকে, এর উপায় কি? রাস্তাবন্দী সাহেবকে বলে বলে তো উপায় হ'ল না। এখন আমার বাড়ীতে একটী ক্রিয়া আছে পাঁচজন আসবে আমি Municipalityর নামে obstructing the public throughfareএর নালিস করে সমন প্রার্থনা কচ্ছি।

(সকলের হাস্য)

ইণ্ট। This babu—

সাহেব। I understand I understand ; very good the municipality ought to be taught a lesson, summons granted.

ইণ্ট। But you have no power to issue summons in these cases sir.

সাহেব। No ?—then send him away.

ইণ্ট। আপনি নীচে যা'ন, এ নালিস এখানে হ'বে না, আপনি নীচে থেকে সমন চা'ন গিয়ে।

উমা। আবার নীচে যেতে হ'বে ;—জ্বালাতন করেছে। আবার এই ইলেক্‌সন আসছে না ? এবার বাড়ীতে কেউ ঢুকলে হয় ভোট নিতে—

[উমাচরণের প্রস্থান।

সকলে। (হাস্য)

সাহেব। Next case Next case.

ইণ্ট। বোলাও গরীবউল্লা পাহারাওয়ালা নালিস করনে-ওয়ালা, গোকুলরায় আসামী ?

১ম ক। এই গরীবউল্লা আও, গোকুলরাম আসামী হাজির—গোকুলরাম আসাম্—গোকুলরাম—

(গোকুলকে লইয়া গোরীবউল্লার প্রবেশ)

ইণ্ট। তোমার নাম গোকুলরায় ?

গোকুল। দাদা!

১ম ক। চোপ্‌রাও!

ইণ্ট। মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলে—বল ?

গোকুল। আজ্ঞে ঠোঁট খুল্লেই তো এই পাহারাওয়ালা সাহেব চোপ্‌রাও করবেন, ইনি কি আপনাদের উপর ?

ইণ্ট। বল বল আমার কথার উত্তর দাও, মাতাল হয়েছিলে?

গোকুল। আজ্ঞে যিনি এনেছেন ঐ পাহারাওয়ালা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

ইণ্ট। কেয়া হুয়াথা বোলো?

গরীব। (হলফ পাঠ) হুজুর বরা মাতুয়ালা হুয়াথা, ব্যাল্‌কুল্ চল্‌নে নেই স্থাকৃতা, সরকের পর গির পর্‌তা; এই স্থাথেন—

গোকুল। শুনুন ধর্ম্মাবতারেরা শুনে যাবেন,—মশাই, ঐ বুড়ো বাবু মশাইটীকে বলছি, আমার এইটে চুকে গেলে ঘুমুবেন, এখন এই পাহারাওয়ালা সাহেব যা বলছেন তা শুনে রাখবেন। গির্ পর্‌তা বেহুঁস হোতা—তা'রপর কি?

১ম ক। চোপ্‌রাও।

গোকুল। আরে দূর বাপু, তুই চোপ্‌রাও চোপ্‌রাও করে জ্বালালি যে!

গরীব। একাবারেই বেহুঁস, এই দ্যাখেন হাম্‌কো বহুৎ মার কিয়া, উর্দ্দী ফাঁর দিয়া, লণ্ঠন তোর দিয়া—

গোকুল। চলুক চলুক থামলে কেন? বল—দাড়ি উখড় দিয়া, কাণ মোচড় দিয়া, ভুঁড়ি ফাঁসড় দিয়া—

১ম ক। চোপ্‌রাও।

গোকুল। হুজুররা একবার দেখছেন, আপনাদের সামনেই কর্ত্তাদের মেজাজটা একবার দেখছেন; এতেই বুঝে নেবেন যে বাইরে আমাদের সঙ্গে কত অমায়িকতা করে থাকেন।

ইণ্ট। বল বল তোমার কি বলবার আছে।

গোকুল। আর বলবো কি ধর্ম্ম অবতার বুঝতেই তো পাচ্ছেন, পাহারাওয়ালা সাহেবকে কিছু দক্ষিণে দিতে পারিনে

তা'ই এই বিড়ম্বনা; নইলে আমায় তো এই কৃষ্ণের জীব দেখছেন; তা'র উপর ওঁরই কথা প্রমাণ—চলতে পাচ্ছিলুম না, গির্ পড়ছিলুম, বেহুঁস ছিলুম,—এ অবস্থায়ও যদি ওঁকে মার ধর করে, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে দিতে পেরে থাকি, তা'হ'লে তো পাহারাওয়ালা সাহেবের এখনিই পেন্সন নিয়ে বৃন্দাবন বাস করা উচিত।

ইন্ট। তুমি কি বকছো? এখনও নেশা আছে নাকি?

গোকুল। আজ্ঞে অল্প মাত্রায়। গেরস্থের ছেলে রোজ রোজ তো টাকার সুবিধা হয় না, এক দিন পয়সা খরচ করে খেয়ে তা'তেই পাঁচ দিন নেশাটী বজায় রাখতে হয়।

ইন্ট। Admits guilt.

সাহেব। What is to be the punishment, Two Rupees.

গোকুল। আজ্ঞে হুজুর ওটা আমায় জিজ্ঞাসা করুন, টু রুপিজে এবার হ'বে না; নীচের কোর্টে একবার দু টাকা একবার চার টাকা হয়ে গেছে, এবার ফাইভ্ রুপিজ করুন।

সাহেব। You want to be merry, Eh? Fine ten Rupees.

গোকুল। ধর্ম্ম-অবতার একটু বেশী হ'ল। ওদিকেও ডিউটি বাড়ছে, আবার আপনারাও এদিকের রেট চড়াবেন, তা হ'লে আর পেরে উঠি কৈ? ধর্ম্ম-অবতার আমি নিতান্ত কোম্পানির খয়েরখাঁ ভক্ত; এই আমরা এক ফিলিটে প্রায় ১০।১২ জন ছিলুম, ও ধারে শুঁড়ীদের এ ধারে পাহারাওয়ালা সাহেবদের বাড়াবাড়িতে সবাই এদিক ছেড়ে দিয়ে গাঁজা ধরেছে, দলের মধ্যে আমিই

হুজুর এখনও কোম্পানির মান রেখেছি, তবে লয়্যাল্‌টীর সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রেট্রিয়টিজিম্‌ আছে তা'ই খাঁটিটীই খেয়ে থাকি, মোদ্দাৎ গাঁজার চেয়ে ঢের বেশী পয়সা দেওয়া যায়; হিসেব মত ধত্তে গেলে আমায় একটা খেতাব টেতাব দেওয়া উচিত, তা না করে একেবারে অত ফাইনের রেট্‌ চড়ালে আমিও গাঁজা ধরবো তা কিন্তু বলছি। রয়ে বসে বাড়ান না, আবার কোন না এই ছোটদিনের পরই আসছি, রাস্তা দিয়ে বাড়ীতে আসতেই হ'বে, পাহারাওয়ালা সাহেবের "এই শালা কাঁহা যাতা হায়" শুনে যদিও চুপ্‌ চাপ্‌ চলে যাই তা'হ'লে বাপ চোদ্দপুরুষ তুলেও তো রাগিয়ে দিতে পারেন, তা'র পর একটা চেঁচিয়ে কথা কইলেই রুলের বাড়ি বাতের চিকিৎসা কত্তে কত্তে থানায় নিয়ে যাবেন, অবশেষে যা বাঁধিগৎ বরাদ্দ আছে, "গির্‌ পড়া, উর্দ্দী ফাঁড়া, লণ্ঠন তোড়া" করে এই খানে হাজির।

নবাব। যাও যাস্তি বাত কহোগে তো মেয়াদ দেগা।

গোকুল। সেলাম! তবু ভাল তবু ভাল, শ্রীমুখের একটা কথা শুনতে পেলুম,—মেয়াদ দেন আপনাদেরই লোকসান, সেখানে যে ক'দিন থাকা খাওয়াও বন্ধ, এখানে আসা যাওয়াও বন্ধ।

ইন্ট। যাও যাও।

গোকুল। সেলাম ইণ্টারপ্রিটার সাহেব, সেলাম পাহারা-ওয়ালা সাহেব অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।

সাহেব। (মধুকে লক্ষ্য করিয়া) Now your signature please.

গোকুল। হুজুর বৃদ্ধ মানুষ ঘুমুচ্চেন ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না আপনিই নামটা লিখে দিন উনি জেগে উঠে কলম ছুঁয়ে দেবেন।

(সকলের হাস্য, কনষ্টেবল বক্‌সিস চাওয়া ও গোকুলকে ধাক্কা দেওন)

বাবা ধাক্কা দিচ্ছ ? ভাল সব জিনিসেরই ফাউ আছে।

[গোকুলের প্রস্থান।

সাহেব। Next case, Next case.

ইন্‌ট। (মিউনিসিপ্যাল ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) মশাই আপনার কেস্ এইবার, নীলমণি তরফদার আসামী।

ভজন। নালমাণিক তলকদার আসামী—নালমাণিক তলকদার আসাম্—নালমাণিক।

ইন্‌ট। ওরে কেনারাম বাবু উকীল আছে, একবার দেখ তো।

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা। (ত্রস্তভাবে) এই যে, এই যে, এসেছি এসেছি ; ও নীলমণি, ও নীলমণি এগিয়ে এসে দাঁড়াওনা, জোড় হাত কর, জোড় হাত কর।

নীল। করেছি, তা'রপর কি বলবো? ছিরিবিষ্ণু নমধ্য—

কন। চোপ্‌রাও।

কেনা। Your honour—উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ, আই আই আই—

নীল। হুজুর পাখাটা একটু জোরে টানতে হুকুম কর্ব্বেন, উকীল বাবু ঘামছেন।

ইন্‌স্পে। চুপ্ কর, Sirs analiseএ এর দোকানের তেল থেকে একটু সরষের গন্ধও পাওয়া যায়নি চীনের-বাদাম সোরগোঁজা আর যত unhealthy ingredients ; হেলথ্ অফিসারের রিপোর্টে প্রকাশ যে এই তেলের দোষেই সহর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—

নীল। একটু ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে কথা ক'বেন টেক্সবাবু,

গরীব লোক পেয়ে অমনি মাল্লেই হয় না। আমার তেলের দোষে সহরের যত অমন্দ হচ্ছে?

ইন্‌স্পে। চুপ্ কর; এই তেলের দোষেই জ্বরবিকার, পক্ষাঘাত, ওলাউঠা—

নীল। বল বল রাস্তায় ধূলো, নর্দ্দামায় গন্ধ, ন'টা না বাজতেই কলের জল বন্ধ, কলে সাপ, বেলা দশটা পর্য্যন্ত রাস্তায় মেথরের ভিড়, গ্যাস মিট্ মিট্ এই সব আমার তেলের দোষে হচ্ছে। হুজুর লিখে নিন জেলে দিন জেলে দিন, ঘরে না হয় বলদ দিয়ে ঘানি টানাতুম, জেলে গিয়ে নিজে টানব, কলুর ছেলে তা'র আর কি!

সাহেব। Order.

কন। চোপ্ চোপ্।

নীল। আরে থাম্ বাপু, চোপ্ চোপ্ করে মাথার ভেতর খিচির মিচির করে দিচ্ছে, যা এজেহার দেব মনে করে এসেছি সব ভুলে যাচ্চি। হাঁগা বাবু আমার তেলে এইসব খারাপি হচ্ছে তুমি দেখেছ?

কেনা। হাঁ দেখেছ? Yes—did you saw? did you saw? did you saw?

(সকলের হাস্য)

Answer me *indirectly*, did you saw? did you saw?

নীল। আরে র বাবু র! তোমায় বুঝে নিয়েছি, আর অপ্রস্তুত হ'তে হ'বে না, ট্যাকাটা স্বীকার করেছি, ধর্ম্ম খোয়াব না দেব। ধর্ম্ম-অবতার! সোরগোঁজা চাড্ডি মিশেল না দিলে সরষে ভাল ভাঙ্গা হয় না এ আপনি সকলকে জিজ্ঞাসা করুন; এই যে জেলের তেল জেলের তেল, তা তা'তেও সোরগোঁজা মিশেল

দিতে হয়। আমার যেন জাত ব্যবসা, কত ভদ্দোর ভদ্দোর মানুষ তো সেখানে নিজে হাতে তেল ত'য়ের করে এসেছেন, তাঁ'দের ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। ও মিশুনোতে শরীলের কোন অমন্দ করে না। (মধুকে দেখিয়া) ওঃ হরি, আমি এতক্ষণ দেখতে পাইনে, চোখ গেছে একেবারে,—তুমি ওখানে বসে বাবা! বাবাজী আমার হাকিম হয়েছ! সুবিচার হবে—সুবিচার হবে, পেস্কার মশাই বাবু, বাবাজীকে তুলে দিন তো তুলে দিন তো, আহা ছেরোম হয়েছে, সমস্ত দিন খেটে একটু তন্দ্রা হয়েছে, উনি বুঝতে পার্ব্বে; বাবা বল তো বাবা, সোরগোঁজায় কি কোন শরীলের অমন্দ করে? কেরাণীই হও আর দারোগাই হও, হাজার হোক কলুর ছেলে তো বটে বাবা, তোমার অছাপা তো আর কিছু নেই, মুটো মুটো ট্যাকা লাইসেনি দেব দুটী সোরগোঁজা না চালিয়ে দিলে চলবে কেন?

কনে। চোপ্ চোপ্।

নীল। আর চোপ্ চোপে কাজ নেই, আমি কে জানিস? হাকিম আমার জামাই। আহা! বেঁচে থাক বাবা, লক্ষীপুষী হও! তোমার কাছে মামলা পড়েছে বাবা সুবিচার হবে, মধু আমার তেমন ছেলে নয়।

মধু। কে তুমি? এখানে আমি কা'কেও চিনিনা।

নীল। চখে জল দিয়ে নেও বাবা চখে জল দিয়ে নেও, ঘুমিয়ে পড়েছিলে ঠাওর পাচ্ছো না; আমি যে তোমার শ্বশুর নীলমণিতরফদার; আমার যুগ্যি জামাই যুগ্যি জামাই, বেঁচে থাক বেঁচে থাক।

মধু। এ আদালত, এখানে ওসব কথা কেন?

নীল। আহা, দেখছো বাবা আমার কত নজ্জাশীলে! ভগবান তোমায় বড় করেছেন নজ্জা কি বাবা? আমি যেখানে সেখানে

তোমায় আশীর্ব্বাদ করবো, রাজা হও রাজা হও, কেঙ্লী আমার রাজরাণী হোক, কেঙ্লী আমার বড় পয়মন্ত; কেঙ্লী পেটে আমি একটা গাঁতের সরষে কিনে দেড় শ' ট্যাকা পাই, সে হ'তে আমার ছ-খানা গাছ বাড়ে; আমি বরাবর বলি বাছার আমার লক্ষীছিরি আছে, ক্যাঙ্গাল যখন পাঁচ বছরের মেয়ে তখনই কত· গুছুনে ছিল, ওর মা'র সঙ্গে গিয়ে এই ছোট ছোট ঘুঁটেগুলি দিত; আহা! আমার সেই ক্যাঙ্গালের জামাই আজ রাজা হয়েছে! সুবিচার কর বাবা সুবিচার কর; বল তো খদ্দেরে পাঁচ আনার ওপর দর দেবে না, আমি খাঁটি সরষের তেল দিই কোথা থেকে?

নবাব। এ কা হ্যায়? মধুবাবুকো আসামী জামাই বোলতা, দামাদ্‌কো তো জামাই কহেতা? বাহবা ইংরাজ বাহাদুর! কলু কো বি পাক্‌ড়কে হাকিম বানায় দিয়া? কলু বি হাকিম বন্ যাতা! ম্যায় নবাব হোকে কলুকা সাত বৈঠাহুঁ, হাম আজই ইস্তফা দেগা, কলুকা সাত এক দরবারমে বৈঠ্‌কে হাকিমি নেই করেগা! সাহেব উঠিয়ে, আপকো তো বি ইজ্জৎ হ্যায়, হিঁয়া নেই বৈঠিয়ে, ও হাকিম কলু হ্যায়।

সাহেব। Ah what?

নবাব। কলু Sir কলু, that man oilman, here come, হাকিম হুয়া বাবু বন্‌কে।

সাহেব। Indeed! Oh you Babu, টোম্ কাহে হামারা সাথ্ বয়েঠ্‌নে আয়া? No more case this day, I am not going to sit in court with such a low fellow, come away নবাব সাব্।

[উভয়ের প্রস্থান।

নীল। বাবা আমার এখন কি হ'বে সব চল্লে যে? মধু, বাবা তুমি একটা ফয়সলা করে দাও। আহা! সোণারচাঁদ আমার হাকিম হয়েছেন ব্যাঞ্চ আলো করে বসেছেন!

মধু। তুমি দূর হও এখান থেকে, পাজী ছোট লোক, কে তোর জামাই? আমি আজই তোর মেয়েকে তেজ্যিপুত্ত্র করবো, দশে ধম্মে আমার গালে মুখে চুণ কালি দিলে—পাজী বুড়ো।

নীল। কি জামাই হয়ে আমায় পাজী? ব্যাটা আমার ভদ্দোর হয়েছে; চল দেখি জেতের চক্কোরে তোর কি আমার কা'র মান বেশী দেখি, আমি কি হেঁজি পেঁজি? ভুলে গেছ ব্যাটা আমি যে জেতের মোড়ল, আমি মনে কল্লে তোকে এক ঘরে কত্তে পারি, একটা মজ্‌লিস্ কি চক্কোর টক্কোর হ'লে আমার কত মান গিয়ে দেখিস; কেঙ্গলীর খাতিরে আদর করে ভাল বলছিলেম। চাকরী করে তো মাথা কিনেছিস, এখনও ব্যাটা তোর বাড়ী আমার কাছে বাঁধা জানিসনে; জাত ব্যবসা ছেড়ে মাথায় পাক বেঁধে খালি নবাবি বেড়েছে; কায়েতই হোক, বামুণই হোক যে যা'র ঘরে বড় আছে, আমার ঘরেই কি আমি কম্‌তি? ইঞ্জিরি পড়ে জাত স্বীকের কত্তে বুঝি নজ্জা নাগে?

মধু। দেখ আমায় অপমান করনা বলছি।

নীল। উঃ ব্যাটার আমার মান! দিন কাল উল্টে গেছে, তা'ই দুটো লোক মুখের ওপর খোসামোদ করে; তো ব্যাটার আবার মান কি? যা'র নিজের স্বজাত যা'কে মানেনা তা'র আবার মান! জেতের ভেতর তোকে পোঁছে কে? বুড়ো মা আছে দেখি তা'র ছরাদে তোর বাড়ীতে কে থুথু ফেলতে যায়! এক ঘরে করবো ব্যাটাকে এক ঘরে করবো; অধম্মে নাস্তিক

ব্যাটা, ব্যাটা জাত ভাঁড়ান আর বাপ ভাঁড়ানোতে তফাৎ কিরে ব্যাটা ? তো ব্যাটার মন ছোট, তা' নইলে কলু ছোট কিসে রে ব্যাটা ? আমার ছোঁয়া ভাত নয় কায়েত খায়না, আর কায়েত আমার ভাত ছুঁলে তা' নষ্ট হয় না ? গোল্লায় গেছিস, ইঞ্জিরি পড়ে এসব জানবি কি ? তেলের কাজে লাভ কত তা জানিস ? তো ব্যাটার তো ভদ্দোরগিরি চাকরী করে বাড়ী বাঁধা পড়েছে, আর কত হোম্‌রা চোম্‌রা বামুণ যে ফাঁকি দিয়ে তেলের কল করে নিয়ে দশখান বাড়ী করে ফেল্লে; কেন আমার ঘানি বলদে টানে, তা'র ঘানি না হয় কলে টানে ফারাক তো এই ;—দুর—দুর—

ইন্ট। মশাই চুপি চুপি রিজাইনটা দেবেন, কোন দিন আবার কি কেলেঙ্কারি হ'বে।

মধু। আজ দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, এর শোধ নেব তবে ছাড়বো, সাহেব তো আমার হাতে, আমার অণ্ডারে আর কেমন কায়েত বামুণ চাকরী পায় তা' দেখছি !

নীল। যা ব্যাটা তোকে ত্যাগ কল্লু আমার মেয়েকেও ত্যাগ কল্লু।

মধু। এই তোমার মুখও আমি বন্ধ কচ্ছি, জেতের খোঁটা ঘোচাচ্ছি, হয় খৃষ্টান নয় বেম্মজ্ঞানী হ'ব তবে ছাড়ব। এখনই নীচের কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করে যাচ্ছি যে আমার সাধুখাঁ পদবী বদ্‌লে আজ থেকে বেম্মানন্দ পদবী নিলুম, আর সাহেবের হাতে পায়ে ধরে সার্ভিস ব'য়ে আর গ্র্যাডেসন লিষ্টে সাধুখাঁ কাটিয়ে বেম্মানন্দ করে নেব, আজ থেকে মধুসূদন সাধুখাঁ নয় মধুসূদন বেম্মানন্দ।

[প্রস্থান।

কন। আরে হাকিম চলা যাতা হাকিম চলা যাতা, মামলা কোন করেগা?

নীল। ঐ ইঞ্জিরি গুলো ছেড়ে দে না তোদের মামলা আমিই করে দিচ্ছি, অমন লাখ লাখ করেছি; গাঁয়ে আমি পঞ্চায়েৎ, জমীদারের ঘরেও আমার খাতির আছে।

[প্রস্থান।

কন। আরে আসামী ভাগ্‌তা—ভাগ্‌তা—ভাগ্‌তা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

মহিলাগণ।

(গীত)

দেখবো এবার আঁখি ঠেরে আছে কিনা আছে ধার।
এই বেলা না সামলে নিলে থামবে না ছার "সংস্কার" ॥
ধরলো দেখি বিষম নেশা, করবে না কেউ জাতের পেশা,
উল্টো আশায় সব খোয়ালে ভাতের তরে হা'হাকার।
আমরা যদি সত্যি সতী, করবো আদর [illegible] পতি,
চাষ ছেড়ে দাস হ'তে গেলে,
কাণ মলে ভাই দেব তা'র।
শোবার ঘরে শাসন হ'লে তবে যাবে একাকার ॥

গন্ধর্ব্বলোক।

অপ্সরাগণ।

(গীত)

হাঃ হাঃ হাঃ! হাসি ধরেনা ধরেনা কোথা রাখি বল।
ধরার ধারা হেরে লো সই হয়েছি পাগল॥
খেল্লুম আজ ভাল খেলা, ধরাতলে পরীর মেলা,
(এখন) ভর করে বোন সোণার হাঁসে পরি-বাসে চল;—
বর দিয়ে যাই নরের যেন হয় সুমঙ্গল॥

যবনিকা।